বল্লব-বৈশ্যবার্ত্তা।

পণ্ডিত শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ও

শ্রীঠাকুরদাস ঘোষ

প্লীডার

কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র ঘোষ

কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

প্রকাশিতের স্থান বসিরহাট, ২৪ পরগণা।

সন ১৩১৮।

মূল্য ৷৷০
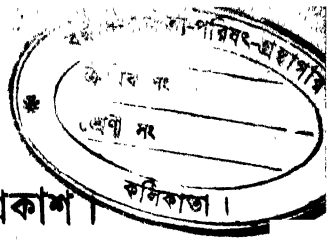
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

যাঁহার পবিত্র সরল ও কোমল হৃদয় বল্লব জাতির দুঃখে সতত বিগলিত রহিয়াছে, বহুল শাস্ত্রগ্রন্থে যাঁহার অসাধারণ অধিকার দৃষ্টে পণ্ডিত সমাজ একান্ত বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়া আছেন, সেই বল্লব চতুষ্পাঠীর সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশি-শেখর স্মৃতিতীর্থ মহোদয়ের নিকটে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। "বল্লব-বৈশ্যবার্ত্তা" পুস্তকে বহুতর শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে কতিপয় শ্লোক ও তদীয় ব্যাখ্যা উক্ত মহাত্মার নিকট হইতে প্রাপ্ত না হইলে হয় ত গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ হইয়া থাকিত। আর,—অন্য একজন মহাত্মার সমীপেও আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। তিনি কলিকাতার স্বনামধন্য মহাপুরুষ বহুবিধ গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ মহোদয়ের কৃতি-পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁহার অভিমত অনুসারে স্থলবিশেষ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় গ্রন্থখানির গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। এই হেতু এতদুভয় মহাত্মার সকাশে আমরা উভয়েই ঋণী।

গ্রন্থকার দ্বয়স্য।

প্রকাশকের নিবেদন।

বল্লব জাতির গৌরব-রবি অস্তমিত! বঙ্গ-গগনে ঘনঘটা গুরু-গম্ভীরনাদে নিনাদিত! তমিস্রা-আঁধারে নিপতিত, দলিত, মথিত বল্লব জাতি তবুও বিনিদ্র নহে। এই শোচনীয় দৃশ্য দর্শন করিয়াই গ্রন্থকারদ্বয়ের করুণকোমল হৃদয় কি এক অচিন্তিত পূর্ব্ব গভীর ব্যথায় ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়া উঠিল। তাই এই গ্রন্থখানি—ইহাদের কণ্ঠভেরীরূপে "জাগ বল্লব" "জাগ বল্লব" রবে বাজিয়া উঠিল! গ্রন্থকার দ্বয়ের হৃদয় শুধু মাত্র বিষাদ ভরা—? না, আশায় উৎফুল্লও হইয়াছে। যদি কখনও কোন ক্ষেত্রে বল্লবগণ নিদ্রোত্থিত হইয়া আপনাদের লুপ্তপ্রায় সম্মান পুনঃপ্রাপ্তির জন্য প্রাণ পণ করে, যদি বল্লবগণের অস্তমিত গৌরব-রবি পুনরুদিত হইয়া স্নিগ্ধোজ্জ্বল উষার আলোক মালায় প্রতি গৃহকুঞ্জ আলোকিত করিয়া তোলে,—যদি বল্লবের মৃতকল্প জাতীয়জীবন অমৃত বারি-সেকে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে তা হইলে ত গ্রন্থকার-দ্বয় আর কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করেন না। আশার সুসার শ্রীভগবানের হাতে, তাহার জন্য চিন্তা করিয়া ফল কি?—ফল না থাকিলেও অন্তরের নিভৃত প্রদেশে সদাশার পোষণ করা সহৃদয়োচিত, তৎপক্ষে বিরুদ্ধ মতবাদের মূল্য নাই। এই কারণে এই পুস্তকখানি জনসাধারণ্যে প্রচারিত হইল।

ইতঃপূর্ব্বে "শান্তিপুর-সূতাগড় বল্লব সমিতি" হইতে মহাত্মগণ কর্ত্তৃক যে ১০।১২ পৃষ্ঠার পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল উক্ত গ্রন্থ

প্রধানতঃ সদ্‌গোপ জাতির উক্তি খণ্ডন লক্ষ্যে লিখিত; প্রকাশ ও সময়োচিত হইলেও তাহাতে বল্লবজাতির হৃদয়োচ্ছ্বাস একান্ত অসম্পূর্ণ ও অপরিসমাপ্ত ছিল!—যদিও এই "বল্লব-বৈশ্যবার্ত্তা" নামক পুস্তকখানি তেমন বৃহদায়তন নহে, যদিও ইহার কেবল মাত্র প্রথম সংস্করণ হওয়ায় ইহাতে অনেক্ ত্রুটি, ভ্রম ও প্রমাদ থাকিবার সম্ভাবনা, তবুও মনে মনে বল্লবজাতির আবশ্যক অনুযায়ী যে প্রকারের পুস্তক প্রকাশের অভাব অনুভব করিতেছিলাম, এতদিনে তাহা অনেকাংশে পূর্ণ হইল। এই পুস্তকের তিনটী পরিচ্ছেদ, তিনটী অংশ,—বল্লব জাতির হৃদয়ের বেলাতিক্রমিনী তিনটী ধারা; প্রত্যেক ধারা আপনার আবেগে আপনি আকুল; সেই আকুলতা গগনস্পর্শী নহে, প্রত্যেক প্রাণস্পর্শী। প্রথম অংশের প্রধানতঃ প্রতিপাদ্য বিষয়,-বল্লব জাতি প্রাচীন নন্দবংশসম্ভূত বৈশ্য; ২য় অংশের প্রধানতঃ প্রতিপাদ্য বিষয়,—বল্লব জাতির উপরে সদ্‌গোপগণের আক্রমণ অশাস্ত্রসঙ্গত ও নিস্ফল। এতদ্ভিন্ন এই অংশ দ্বয়ের আরও যে কত অবান্তর প্রতিপাদ্য বিষয় আছে তাহা বলাই বাহুল্য। তৃতীয় অংশে বল্লববৃন্দকে সদাচারী, সৎশিক্ষিত, ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রাণ ও রাজভক্ত করিবার আশায় গ্রন্থকার দ্বয়ের অমূল্য উপদেশ দান।

এই পুস্তকখানির বিশেষত্ব এই যে, ইহা জাতি-বিদ্বেষ-দোষে দুষ্ট নহে। হলাহল উদ্গীরণ করা ইহার উদ্দেশ্য নহে,—অমৃত ধারা বর্ষণ করাই উদ্দেশ্য। গ্রন্থকার-দ্বয় যে জাতি বিদ্বেষের বিরোধী; ইহাঁদের প্রণীত গ্রন্থই তাহার প্রমাণ।

এস্থলে পুস্তকের বিশেষ বিশেষ স্থল উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকা গেল না। গ্রন্থকার-দ্বয় বলিয়াছেন,—

"আমাদের কোনও জাতির উপর দ্বেষ; হিংসা বা ঘৃণা নাই। ঐ সকলের মধ্য হইতে কেহ কখনই সরল সত্যের আলোক দর্শন করিতে সমর্থ হয় না।"

"সদ্‌গোপ জাতি তোমাদিগকে যাহাই বলুক, তোমরা কখনও কোনও বিরুদ্ধাচরণ :করিও না। সদ্‌গোপগণকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে ভুলিও না। সকল জাতির সহানুভূতি মুমূর্ষু জাতীয় জীবনের অমৃত, মনে রাখিও।"

"আমরা যথাসম্ভব ধৈর্য্য ও সংযম সহকারে সদ্‌গোপদিগের উক্তি খণ্ডন ও গোপজাতির বৈশ্যত্ব প্রতিপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" ইত্যাদি।

সুতরাং এই গ্রন্থখানির প্রণয়ন ও প্রকাশ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় আমি জন সাধারণ-নয়নে এই গ্রন্থের নবরাগ রঞ্জিত-মূর্ত্তির প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

এক্ষণে বঙ্গের প্রতি বল্লবের প্রতি গৃহে ইহার সাদর সম্ভাষণার শঙ্খ বাজিলে, এবং তৎপরে বল্লবগণ মুক্ত হৃদয়ে ইহার অমূল্য উপদেশ প্রতিপালন করিলে প্রকাশকের আশা সফল হইবে।

প্রকাশক

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র ঘোষ।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা আমাদের সহৃদয় স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণকে জানান যাইতেছে যে, বল্লবজাতির উন্নতিকল্পে যাঁহার অণুমাত্র আগ্রহ আছে,—বল্লবজাতির বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দর্শনে যাঁহার নয়নে বিন্দুমাত্র অশ্রুর সঞ্চার হয় তিনি যেন নিম্ন লিখিত ঠিকানায় যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিয়া আমাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বল্লব জাতির জন্য উৎসর্গীকৃত "বৃহৎ জাতীয় ভাণ্ডার" পুষ্ট করেন। এই ভাণ্ডারের সংগৃহীত অর্থ বল্লব জাতির হিতার্থে ব্যয়িত হইবে। মনে রাখিবেন, সমবেত শক্তি ব্যতীত কস্মিনকালে "জাতীয় উন্নতি" সংসাধিত হইতে পারে না; মনে রাখিবেন,—"বল্লবজাতি" এ বঙ্গে নানা কারণে লাঞ্ছিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া অতি দুঃখে দুর্ব্বহ জাতীয় জীবন বহন করিতেছে, ইহার উন্নতি একান্ত প্রার্থনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইতি—

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র ঘোষ

বল্লব-বৈশ্যবার্ত্তার প্রকাশক।

ইটিণ্ডা পোঃ;

ইটিণ্ডা গ্রাম, বসিরহাট মহকুমা,

জেলা ২৪ পরগণা।

বল্লব-বৈশ্য[illegible]
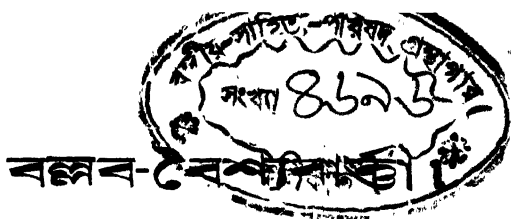
প্রথম পরিচ্ছেদ।
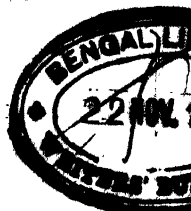
“যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানম্ সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥”

গীতা।

যাঁহার সুপবিত্র মুখ-নিঃসৃত গীতামৃত সুধীবর পার্থ পান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন—

“সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল-নন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥”

শ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসার।

যিনি গিরি-গোবর্দ্ধন-ধারণ, কালীয়-দমন, কংসনিসূদন প্রভৃতি বহুতর অলৌকিক মহাকার্য্যের সাধন করিয়া ব্রজবাসী বল্লববৃন্দকে রক্ষা করিয়াছিলেন—বল্লবদিগের এ ঘোর দুর্দ্দিনে—সেই গোপাল-নন্দন বল্লববংশাবতংস শ্রীহরির শ্রীচরণারবিন্দ স্মরণ করিয়া এই গ্রন্থারম্ভ করিতেছি।

"সংসার বারান্নিধি কর্ণধারং
সম্পূর্ণ পুণ্যৈরনুভাবনীয়ং।
বৃন্দাবনস্থং নবমেঘনীলং
বন্দামহে বল্লব-বংশরত্নং॥"

বিল্বমঙ্গল।

যিনি সংসার সমুদ্রের নাবিক, যাঁহাকে সাত্ত্বিক কর্ম্মজপুণ্য দ্বারা অনুভব করিতে হয়, যিনি নবীন নীরদনীল, সেই বল্লব-বংশ-রত্ন শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করি।

"ক্বাননং ক্বনয়নং ক্বনাসিকা
ক্বশ্রুতিঃ ক্বশিখেতি দেশিতঃ।
তত্র তত্র নিহিতাঙ্গুলীদলো
বল্লবীকুলমনন্দয়ৎ প্রভু॥"

তোমার আনন কৈ, তোমার নয়ন কৈ, তোমার নাসিকা কৈ, তোমার শ্রবণ কৈ, তোমার শিখা কৈ, এই ভাবে আদিষ্ট হইয়া সেই সেই স্থানে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করত—যে জগৎ-প্রভু শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে বল্লবীগণকে আনন্দিত করিয়াছিলেন—তাঁহারই প্রেরণায় ও আশীর্ব্বাদে আমরা এই মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। সেই বালকৃষ্ণ সহায় হউন। সেই বল্লব-সখার জয় হউক। আমরা ফলাকাঙ্ক্ষা করি না; তাঁহার কর্ম্মের ফল তিনিই গ্রহণ করুন।

চিরকালই সত্যের জয় এবং অসত্যের ক্ষণিক জয়ের পর পরাজয়। ইহা স্বভাবের ধর্ম্ম; এই স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্মের উপরে আমাদের প্রবল বিশ্বাস আছে। আমাদের কোন জাতির উপর

দ্বেষ, হিংসা, বা ঘৃণা নাই; ঐ সকলের মধ্য হইতে কেহ কথনই সরল সত্যের আলোক দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। আমরা কেবল সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া শাস্ত্রসমূহকে সম্মুখে রাখিয়া সরল-স্বভাব বল্লবজাতির যথাযথ জাতীয় চরিত্র-চিত্র অঙ্কন করিবার জন্য তুলি ধারণ করিয়াছি। ভগবানের ইচ্ছা নয়,—কোন জাতি অকারণ ঘৃণিত, লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত হইয়া সন্তপ্তচিত্তে জীবন অতিবাহিত করুক। তাঁহার ইচ্ছা,—সত্য, সত্য হউক, মিথ্যা ধূলিসাৎ হইয়া যাউক। ভগবানের সেই ইচ্ছায় আমরা লেখনী সঞ্চালনে কৃতযত্ন। ভবিতব্যতার গর্ভে "সুফল" "কুফল" কোন্ ফল নিহিত আছে, তিনিই জানেন। আমাদের মনে কোন আশা নাই যে, নৈরাশ্য তাড়না আসিবে, নৈরাশ্য নাই যে, আশার কুহক-ভেরী বাজিয়া উঠিবে। আমরা তাঁহার হস্তধৃত-সূত্রবদ্ধ ক্রীড়া-পুত্তলিকা মাত্র; তাঁহারই ইচ্ছায় পরিচালিত হইতেছি।

কোন্ স্মরণাতীত কাল হইতে বল্লবজাতি গোপালন করিয়া জগতের উপকার সাধন করিয়া আসিতেছে তাহার নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে বৈদিক কালে ইহাদের পূর্ণ অস্তিত্ব ও পূর্ণপ্রভাব বিদ্যমান ছিল তৎপক্ষে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ঊনবিংশ সূক্তে উল্লেখ আছে—

"যন্নিয়ানং ন্যয়নং সজ্ঞানং যৎপরায়ণম্।
আবর্ত্তনম্ নিবর্ত্তনম্ যো গোপা অপি তং হুবে॥"

অস্যার্থঃ—

আমি গোসহিত গোষ্ঠস্থানকে আহ্বান করিতেছি; তাহাদের গৃহাগমন প্রার্থনা করি।

আমরা গোপাল ও সর্ব্বগুণোপেত গোপসমূহকেও আহ্বান করিতেছি।"

বেদের কোনও মন্ত্রে বরুণদেব কর্ত্তৃক গোপালকগণের স্তব গাথা বর্ণিত আছে। অগত্যা বৈদিককালে গোপদিগের অস্তিত্ব ও প্রভাব সম্বন্ধে সকলকেই নিঃসন্দেহ হইতে হইবে।

স্মৃতিকার বলিয়াছেনঃ—

"ব্রাহ্মণাশ্চৈব গাবশ্চ কুলমেকং দ্বিধাকৃতং!
একত্র মন্ত্রস্তিষ্ঠতি হবিরন্যত্র তিষ্ঠতি॥"

অস্যার্থঃ—

বিধাতা ব্রাহ্মণ ও গাভীকুলকে এক স্থান হইতে নির্ম্মাণ করিয়া দুই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহাদের এককুল মন্ত্র, অন্যকুল হবিঃ ধারণ করিতেছেন, এই উভয়কুলই সৃষ্টিরক্ষক।

উপরোক্ত শাস্ত্রীয় বচনের দ্বারা কোন্ স্থিতধী পণ্ডিত স্বীকার না করিবেন, যে, গাভীরক্ষা হেতু গোপের আসন উচ্চ স্তরে পাতিত? গোপ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাত্মক আর্য্যজাতির এক পবিত্র অংশ?

আজি সেই প্রাচীনকালের দৃশ্যপটখানি মনশ্চক্ষুর্দ্বারে উন্মুক্ত করিয়া দেখুন;—বেদজ্ঞ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ ভারতের হিতার্থে এক মহৎ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন, গোপগণ সমুল্লাসিতচিত্তে সহস্রভারে হবির্বহন করিয়া আনিয়াছে। যজ্ঞে পূর্ণাহুতির সময় হোতৃগণ যজ্ঞ-কুণ্ডে মন্ত্রপূত হবিঃ দেবোদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করিতেছেন। তাহাতে দুইটী সুন্দর ফল ফলিতেছে,—একটী যজ্ঞকুণ্ডসমুত্থিত অনর্গল ধূমপটল হইতে আকাশমণ্ডলে ইন্দ্রজালের মত সজল জলদ-

জালের সৃষ্টি, অপরটী বল্লাভয়-কর উপাস্য দেবতার আবির্ভাব। হায়! ব্রাহ্মণ ও গোপের অতীত স্মৃতি স্মৃতিপটে সমুদিত হইলে অধুনা ভারতে শুধু শূন্যময় আত্মশ্লাঘা আসিয়া উপস্থিত হয়।

"দেবায় তু হুতং সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতি।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥"

দেবোদ্দেশ্যে অগ্নিতে প্রদত্ত মন্ত্রসংস্কৃত ঘৃত আদিত্যে লীন হয়, আদিত্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়, আর অন্ন হইতে প্রজা রক্ষা হয়। ইহা আমাদের বাক্য নহে, ঋষিবাক্য! এই হবিঃ রক্ষার মূল গাভী, গাভী রক্ষার মূল গোপ। এমন গোপ যে পরম পবিত্র স্বদেশ ও সমাজহিতৈষী অতি প্রাচীন জাতি, এবং দৈব ও পিত্র্য কার্য্যের সহায়তার জন্যই যে ইহাদের উদ্ভব, ইহাতে যাঁহার ঐকমত্য নাই, নিশ্চয়ই তিনি অসূয়া পরবশ, অথবা ভ্রান্ত, নচেৎ উন্মত্ত।

এই প্রাচীন গোরক্ষক গোপজাতি যে বৈশ্য তাহার বিশদ প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। এস্থলে ভারতে জাতিভেদ প্রথার উল্লেখ করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ভারতাগত আর্য্যজাতির অন্তর্ভুক্ত পুরুষগণ সমবেত হইয়া ভারতের তৎকালীন আদিমনিবাসী অনার্য্যগণের সহিত যুদ্ধারম্ভ করায় সমাজে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। তখন এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল,—কেহ বা দৈব ও পিত্র্য কার্য্য করিবার পক্ষে পুরোহিত হয়, বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে কেহ বা তাহার চাষ করে, দুগ্ধ ঘৃতাদির অভাব ঘটিলে কেহ বা তজ্জন্য পশুপালন করে, সকলেই অনার্য্য অত্যাচার নিরাকরণে নিযুক্ত, সকলেই

যুদ্ধে বিব্রত ; এমন অবস্থায় সমাজের প্রকৃত কল্যাণ-কামনায় কৃত-সঙ্কল্প কতিপয় চিন্তাশীল স্বজাতি ও সমাজানুরাগী মনীষী ব্যক্তি ভগবানের নির্দ্দেশ ক্রমে জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি করিলেন। তখন বিশাল আর্য্যজাতি তিনশ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন ঃ—

(১) ব্রাহ্মণঃ—তাঁহাদের কর্ম্ম—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ।

(২) ক্ষত্রিয়ঃ— তাঁহাদের কর্ম্ম—যুদ্ধ বিদ্য ও দেশ রক্ষা।

(৩) বৈশ্যঃ—তাঁহাদের কর্ম্ম—গোরক্ষা, কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য ও কুসীদ গ্রহণ ; অর্থাৎ বৈশ্য জাতি পুনরায় চারিভাগে বিভক্ত হইল—

(ক) গোরক্ষক (খ) কৃষিজীবী (গ) বাণিজ্যজীবী, (ঘ) কুসীদ-জীবী।

বলা বাহুল্য প্রাচীন গোপজাতি গোরক্ষক বৈশ্য বলিয়া অভি-হিত হইয়াছে।

তদনন্তর যখন পরাজিত অনার্য্যজাতি বাত্যাবিতাড়িত কদলী বৃক্ষের ন্যায় দলে দলে স্থানত্যাগী হইয়া জয়ের আশা ভারতমহা-সাগরে নিক্ষেপ করিয়া পবিত্র সুসভ্য সমরকৌশলী আর্য্যদিগের শরণাপন্ন হইল তখন তাহারা শূদ্র নামে অভিহিত হইল ; তখন একটি অভিনব জাতির সৃষ্টি হইল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

গীতা।

ইহাতে জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি যে মনুষ্যকৃত নহে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

শেষোক্ত শূদ্রজাতি ও গুণকর্ম্মানুসারে পুনঃ নয় ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল ; সেই নয় ভাগকে নবশায়ক বলে। শাস্ত্রে উক্ত আছে :—

"গোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারজী।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ ॥"

গোপ, মালী, তৈলী, তন্ত্রী, মোদক, বারজী, কুলাল (কুম্ভকার) কর্ম্মকার, নাপিত এই নয়টী নবশায়কের অন্তর্গত। ইতিবৃত্তকার জাতিভেদ প্রথার মূল তত্ত্ব বা স্বরূপ এইরূপ বিবৃত করিয়াছেন।

অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, গোপকে ত বৈশ্য বলা হইল, তবে নবশায়কের অন্তর্গত এ গোপ কাহারা? তাঁহাদের সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত শাস্ত্রোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে এ গোপ কাহারা—

"মণিবন্ধ্যাং তন্ত্রবায়াদ্ গোপ জাতেশ্চ সম্ভবঃ।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

মণিবন্ধা স্ত্রীতে তন্ত্রবায়ের ঔরসে ওই গোপ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। উহারা দ্বিজাতি নহে, সুতরাং পশুপালক তিন শ্রেণীর গোপের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া নবশায়কের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। (বৈশ্য, আভীর, ও গুর্জ্জর এই তিনটী পশুপালক গোপ)।

বল্লব বা গোয়ালা জাতি নবশায়কের অন্তর্ভুক্ত না থাকায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তাহারা উক্ত শূদ্র ও বর্ণসঙ্কর গোপ নহে ; অতি প্রাচীন পবিত্র গোপজাতি ; এই জাতি গোপালনরূপ মুখ্য বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে দধিদুগ্ধঘৃতাদির ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া আসিতেছে। এই বল্লবেরা

আপনাদিগকে বল্লবপর্য্যায়ভুক্ত নন্দের বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেয়। প্রকৃত তাহাই—

গোপরাজ নন্দ যে বল্লবপর্য্যায়ভুক্ত ছিলেন এবং কোন শ্রেণীর গোপকে বল্লবপর্য্যায়ভুক্ত বলা শাস্ত্রসঙ্গত তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

"পশুপালাশ্চ ত্রিবিধা আভীর-বৈশ্য-গুর্জ্জরাঃ"।
দেব-বল্লব-পর্য্যায়া যদুবংশ-সমুদ্ভবাঃ ॥

পদ্মপুরাণ।

পশুপালক তিন প্রকার—আভীর, বৈশ্য, ও গুর্জ্জর। ইহারা দেববল্লব পর্য্যায়ভুক্ত এবং যদুকুলসমুদ্ভূত। মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুকভট্ট বলিয়াছেন, "বাণিজ্যং পশুপাল্যং বৈশ্যস্য"। বৈশ্যবল্লব কাহাকে কহে?

"প্রায়ো গোবৃত্তয়ো মুখ্যা বৈশ্যা ইতি সমীরিতাঃ

পদ্মপুরাণ।

"যাহাদের মাত্র গোবৃত্তি প্রধান তাহারাই বৈশ্য।"

মনুসংহিতার ভাষ্যকার মেধাতিথি গোরক্ষককেই বৈশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"বৈশ্যস্যাপ্যুরুকর্ম্ম পশুরূপং রক্ষতো গোভিশ্চরন্তীর্ভি ভ্রমণমিত্যাদি"

বৈশ্যের উরুকর্ম্ম পশুপালন অর্থাৎ ভ্রমণশীল গোযূথের রক্ষার নিমিত্ত ভ্রমণ ইত্যাদি।

"প্রায়ো গোবৃত্তয়ো" ইত্যাদির সহিত মেধাতিথিকৃত মনুসংহিতার এই শ্লোক-ভাষ্যের পূর্ণ সামঞ্জস্য নাই কি?

গোপরাজ নন্দ যে গোরক্ষক ছিলেন তাহার প্রমাণ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে প্রকাশিত। তিনি নন্দরাজকে বলিয়াছিলেন ঃ—

কৃষি বাণিজ্য গোরক্ষা কুসীদং তুর্য্যমুচ্যতে।
বার্ত্তাশ্চতুর্ব্বিধাস্তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশম্॥

"কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ও কুসীদ এই চারি প্রকার বার্ত্তা; তন্মধ্যে আমরা গোরক্ষা করি।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে নন্দরাজ বল্লব-পর্য্যায়যুক্ত বৈশ্য এবং আমাদের এই বল্লব বা গোয়ালা উল্লিখিত শাস্ত্রীয় প্রমাণ অনুসারে বল্লব-পর্য্যায়ভুক্ত বৈশ্য।

প্রতিপাদ্য বল্লবজাতির বৈশ্যত্ব বিষয় প্রতিপাদন পক্ষে, এস্থলে আরোও কতিপয় প্রামাণিক শাস্ত্র হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শন করা যাইতেছে।

"কুসীদ কৃষি বাণিজ্যং পশুপাল্যং বিশঃস্মৃতম্।
শূদ্রস্য দ্বিজ শুশ্রূষা তয়া জীবন বণিগ্ভবেৎ॥"

কুসীদভোগ, কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য, পশুপালন বৈশ্যের প্রধান কর্ম্ম বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। দ্বিজ সেবাই শূদ্রের কর্ম্ম, কিন্তু তাহা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে, শূদ্রগণ দ্বিজ শুশ্রূষাধিকার হইতে বিচ্যুত না হইয়া বাণিজ্য করিতে পারিবে।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

"লোহকর্ম্ম তথারত্নং গবাঞ্চ প্রতিপালনম্
বাণিজ্য কৃষিকর্ম্মাণি বৈশ্যবৃত্তি রুদাহৃতা।"

লৌহকর্ম্ম, রত্ন ও গোপালন, বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য, এই সকল বৈশ্যের ব্যবসা।

পরাশর সংহিতা।

"গোরক্ষাং কৃষি বাণিজ্যং কুর্য্যাদ্বৈশ্যোযথাবিধি
দানং দেয়ং যথাশক্ত্যা ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনং।"

বৈশ্য যথাবিধি গোপালন, কৃষি ও বাণিজ্য করিবে এবং যথা শক্তি দান ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে।

হারিত সংহিতা।

"বেদাভ্যাসো ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য চ রক্ষণং।
বার্ত্তা কর্ম্মৈব বৈশ্যস্য বিশিষ্টানি স্বকর্ম্মসু।"

মনু সংহিতা।

কুল্লুকভট্টের টীকা।

বেদাভ্যাসো বেদাধ্যাপনং রক্ষা বার্ত্তভ্যাং মহোপদেশা-দেতৎ ব্রাহ্মণস্য। প্রজারক্ষণং ক্ষত্রিয়স্য। বাণিজ্যং পশু-পাল্যং বৈশ্যস্য। এতান্যে তেষাং বক্তার্থ কর্ম্মসু শ্রেষ্ঠানি—

মন্বাদি সকল সংহিতার মতে প্রতিপাদ্য বল্লবজাতির বৈশ্যত্ব সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে। সংহিতাকারগণ একবাক্যে গো-রক্ষককে বৈশ্য বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

পূর্ব্বকালে শূদ্র গোপের অন্ন দ্বিজাতিগণ গ্রহণ করিতেন আর এই বৈশ্য গোপ উন্নত জাতি হইয়াও সমাজে উক্ত শূদ্র গোপ অপেক্ষা নিম্নস্তরে নিপতিত হইয়া রহিবে?

"শূদ্রেষু দাস গোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
ভোজ্যান্ন নাপিতশ্চৈব যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ।"

দাস, গোপাল, কুলমিত্র অর্থাৎ যাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত আপনাদিগের মিত্রতা চলিতেছে, অর্দ্ধসীরী (অর্থাৎ যাহার সহিত এক জমিতে আধাআধি করিয়া চাষ দেওয়া হয়) নাপীত এবং যে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্থন করে, শূদ্রজাতির মধ্যে কেবল ইহাদের অন্ন ভোজ্য। দ্বাপরেও শূদ্র গোপের অন্ন ভোজ্য ছিল, বৈশ্য গোপের ত কথাই নাই।

"নাপিতান্বয় মিত্রার্দ্ধসীরিণো দাস গোপকাঃ
শূদ্রাণামপ্যষীষান্তু ভুক্ত্বান্নং নৈবদুষ্যতি।

নাপিত, কুলমিত্র, অর্দ্ধসারী, দাস ও গোপাল ইহাদের অন্ন ভোজন করিলে দোষ হয় না।

ব্যাস সংহিতা।

বলা বাহুল্য, এখন সেই শূদ্র গোপান্ন ভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে।

এই বল্লব-গোপ বা গোয়ালা জাতি যে বৈশ্য তাহার আরও প্রমাণ দিতেছি ঃ—অমরকোষে বৈশ্য বর্গে আছে ঃ—

"গোপো গোপাল গোসংখ্যা গোধুগাভীর বল্লবাঃ।"

অমরকোষ।

প্রস্তাবিত গোপ বৈশ্য না হইলে তাহাদের নাম অমরকোষের বৈশ্য-বর্গে থাকিবে কেন? এই গোপ জাতির বৈশ্যত্ব সম্বন্ধে আরও প্রমাণ দেখাইতেছি।—

নিরুক্ত-কোষ মধ্যে লিখিত আছে ঃ—

"বৈশ্য এব গোপো গবাদ্যুপজীবী।"

"গবাদি উপজীবী গোপই বৈশ্য।"

প্রকৃতিবাদ অভিধানকার মহাশয়ও এই প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবত মহাপুরাণে দশম স্কন্ধে গোপকে বৈশ্য বলা হইয়াছে। গোপগণ ইন্দ্রযোগ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন।

"বঙ্গীয় জাতিমালা" প্রণেতা গোপকে বৈশ্য-বর্ণ-ভুক্ত করিয়াছেন।

পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি তাঁহার "সম্বন্ধ-নির্ণয়" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'গোপেরা বৈশ্য'।

'গোয়ালা' বা 'গোওয়ালা' গোপ শব্দার্থক একটী ব্রজ-বুলি। গোরক্ষাকারী নন্দরাজ গোয়ালা ছিলেন, সুতরাং যে জাতির মূল বৃত্তি গোরক্ষা নহে তাহারা নন্দবংশ সম্ভূত হইতে পারে না। অতএব নন্দবংশজাতদিগের গোরক্ষাবৃত্তি জাতীয় মূল, পুরাতন ও প্রধান হওয়া আবশ্যক। উহা ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তি, জাতীয় প্রধান বৃত্তি হইলে, গোপ নামে খ্যাত কোন জাতিকে নন্দবংশোদ্ভব বৈশ্য বলা যাইতে পারে না। অবশ্যই "পশুপালক—" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত তিনটী শ্লোকের অন্তর্নিহিত এই অর্থটুকু বিশেষজ্ঞ মাত্রেই বিবেচনা করিয়া লইবেন।

আমাদের বল্লবগণ এখনও নন্দরাজ বংশের সমুদায় প্রধান বৃত্তিগুলি অবলম্বন করিয়া আসিতেছে। বল্লব ললনাদিগের বৃত্তির দিকেও দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যে তাহারা নন্দরাজ-গৃহিণী যশোদার ন্যায় দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা নবনীত প্রভৃতি গব্যদ্রব্য আজিও প্রস্তুত করিতেছে।

"..........যশোদা নন্দ গেহিণী।
.........নির্ম্মমন্থ স্বয়ং দধি ॥"

ক্ষৌমং বাসঃ পৃথকটিতটে বিভ্রতীসূত্রনদ্ধং।
পুত্র-স্নেহ-স্নুত কুচ-যুগং জাতকম্পঞ্চ সুভ্রূঃ॥
রজ্জ্বাকর্ষশ্রমভুজচলৎ কঙ্কণৌ কুণ্ডলে চ।
স্বিন্নং বক্তং কবরী বিগলন্মালতী নির্ম্মমন্থ॥"

স্থূলাঙ্গী যশোদা স্বীয় স্থূল কটিদেশে সূত্রবদ্ধ ক্ষৌম বসন দৃঢ়-ভাবে ধারণ করতঃ দধি মন্থন করিতে লাগিলেন, তৎকালে সেই সুভ্রূ গোপীর গাত্র কম্পিত হইতে লাগিল, পুত্র স্নেহহেতুক স্তন্য-দুগ্ধ নিঃসৃত হইয়া কুচযুগলকে প্লাবিত করিতে লাগিল। বারম্বার রজ্জ্বাকর্ষণশ্রমযুক্ত বাহুদ্বয়স্থিত কঙ্কণ ও কর্ণস্থিত কুণ্ডল চঞ্চল হইয়া উঠিল, বদনমণ্ডল ঘর্ম্মাক্ত হইল, কবরী হইতে মালতীমালা স্খলিত হইতে লাগিল।

এই সকল বিষয় অনুধাবন করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে বল্লব বা গোয়ালা জাতি প্রকৃত প্রস্তাবে নন্দবংশসম্ভূত বল্লব-পর্য্যায়ভুক্ত বৈশ্য।

মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়েও যে গোয়ালা বা গোপ জাতি বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হইত তাহা দিল্লীশ্বর আকবরের প্রধান মন্ত্রী সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ আবুল ফজলের গ্রন্থ পাঠ করিলে জানা যায়। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে "গোয়ালা জাতি বৈশ্য"।

কমিশনার গ্রোজ সাহেব (Mr. Growse) জাতি সম্বন্ধীয় বহুবিধ গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন :—

"If the authentic record of the origin of the class or sect of a nation is of any value or help to guide one in determining the relative position

of the respective classes which constitute a nation it is highly absurd to say that the Gopas are inferior to Vaisyas in their manners and customs. If it is so, there is nothing to gainsay it that this class can well lay claim to a position equal though in no way superior to that occupied by a Vaisya."

কোন জাতিবিশেষের অন্তর্ভুক্তশ্রেণী বা সম্প্রদায়গুলি পরস্পর কিরূপ সম্বদ্ধ ও উহারা পূর্ব্বে প্রকৃতপক্ষে সমাজে কোন্ পদ অধিকার করিত তদ্বিষয়ে নির্ণয় বা আলোচনার পক্ষে উক্ত সম্প্রদায় বা জাতি পরম্পরার উৎপত্তির প্রকৃত, প্রামাণিক ইতিবৃত্তের যদি কিঞ্চিন্মাত্রও মূল্য থাকে, তাহা হইলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে গোপ জাতির আচার ব্যবহার বৈশ্যদিগের আচার ব্যবহার অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে হীন বলিয়া মনে করাও নিতান্ত অযৌক্তিক ও অমূলক। যদি তাহাই হইল, তবে এই জাতি বৈশ্য অপেক্ষা উচ্চ স্থান না পাইলেও অন্ততঃ সমাজে ন্যায়তঃ সমান পদ লাভ করিবার যে সম্পূর্ণ যোগ্য এ কথার কেহ প্রতিবাদ করিতে পারেন না।

বিশেষ করিয়া এই কথাটী বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, বৃত্তি দেখিয়া জাতি নির্ণয়ের অসুবিধাস্থলে জাতিগত পরিচয় লইলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, যে ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া চাকুরীর উপাসনায় আফিস অঞ্চলে ছুটাছুটি করিতেছেন তাঁহার যজ্ঞোপবীত দেখিয়া সন্দেহ হইলেও হইতে পারে, কারণ উপনয়ন সংস্কার ক্ষত্রিয়দেরও আছে। এমত স্থলে বুদ্ধিমান ব্যক্তির কিরূপ কর্ত্তব্য ? কর্ত্তব্য এই যে তাঁহার কুলপরিচয় গ্রহণ করা ; তাহা হইলে তিনি যে ব্রাহ্মণবংশ জাত তাহাতে আর সন্দেহ থাকিবে না। এরূপ যুক্তি

তর্কের অবতারণা করিয়া আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে আমাদের বল্লব বা গোয়ালা জাতি আবহমান কাল গোরক্ষা এবং দধি দুগ্ধাদির ব্যবসায় করিয়া আসিতেছে তাহাতে যদি কেহ অজ্ঞতা বশতঃ ইহাদিগকে বৈশ্য বলিতে কুণ্ঠিত হন তবে তিনি যেন ইহাদের কুল পরিচয় গ্রহণ করেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিবে 'আমরা ঘর্ম্মঘোষের সন্তান'। ঘর্ম্মঘোষ শ্রীকৃষ্ণের ঘর্ম্ম হইতে জন্মিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিবে আমরা নন্দের সন্তান। কেহ কেহ বলিবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হইতে জন্মিয়াছিলেন।

বিদ্বজ্জনগণ অবশ্য বুঝিবেন যে উক্ত পরিচয়গুলি আপাততঃ কিছু বিভিন্ন বলিয়া বোধ হইলেও মূলে ও কার্য্যে একই।

বল্লবগণ যে শ্রীকৃষ্ণের রোমকূপ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ এই :—

"কৃষ্ণস্য রোমকুপেভ্য সদ্যো গোপগণো মুনে।
আবির্ব্বভূব রূপেন বেশেনৈব চ তৎ সমঃ।
"ত্রিংশৎ কোটি পরিমিতঃ কমনীয়ো মনোহরঃ।
সংখ্যাবিদ্‌ভিশ্চ সংখ্যাতো বল্লবানাং গণঃ শ্রুতৌ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

হে মুনে! শ্রীকৃষ্ণের রোমকূপ হইতে তৎক্ষণাৎ বহুসংখ্যক গোপ বহির্গত হইয়াছিল তাঁহাদের আকার প্রকার বেশভূষা ঠিক তাঁহারই মত। তাঁহারা অতিশয় কমনীয়; সংখ্যাবিদ্ পণ্ডিতগণ গুণিয়া ঠিক করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা ত্রিশ কোটি।"

পুরাকালে উৎপত্তির অপরিমেয়তা ও প্রচুর পরিমাণে গোচারণ

ভূমির অভাব নিবন্ধন আমাদের বল্লব ও গোয়ালা জাতি সংখ্যায় অত্যধিক হইয়া বঙ্গদেশে ও ভারতের অন্যান্য স্থানে বাস করিতেছে।

আমাদের এই বল্লবগণের দেশপ্রচলিত নাম গোয়ালা; বৃন্দাবনে গোপের অপর নাম গোয়ালা। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে গোয়ালা গোপ শব্দার্থক একটি ব্রজবুলি। কতিপয় সদ্‌গোপ পুঙ্গব, যে গোয়ালা জাতিকে অন্ত্যজ বর্ণসঙ্কর বলিয়া মিথ্যা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, সে গোয়ালা ব্রজবাসী গোয়ালা। ব্রজবাসীর চিহ্ন জাতীয়অঙ্কে ধারণ করিয়া সেই বল্লব বংশধরগণ এখনও ব্রজের, জাতির ও পূর্ব্বপুরুষগণের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। সদ্‌গোপ যখন গোয়ালা নহে তখন তাহারা ব্রজবাসী গোয়ালার রাজা নন্দের বংশ-লোচন বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য এত লালায়িত কেন? কোন্ শাস্ত্রজ্ঞ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সে কথায় আস্থা স্থাপন করিবে?

গোয়ালা জাতির নামের স্মৃতিতে গোপালন বৃত্তি বিজড়িত রহিয়াছে অর্থাৎ গোয়ালা জাতির নামের সঙ্গেই তাহার গোপালন বৃত্তির কথা মনে স্বতঃসিদ্ধভাবে উদিত হয়। সুতরাং কেহই বলিতে পারেন না যে, কালক্রমে শূদ্রেরা যেমন জোর করিয়া বৈশ্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল, সেইরূপ গোয়ালারাও জোর করিয়া বৈশ্যবৃত্তির আশ্রয় লইয়াছে।

এই গোয়ালা বা বল্লব গোপ যদি অতি নীচ জাতি হইত তাহা হইলে ইহাদের ভাণ্ডস্থিত দধি দুগ্ধ পান করার জন্য সকলকেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত! শাস্ত্রকার মুনি ঋষিগণ ইহাদের ভাণ্ডস্থিত দধি দুগ্ধাদি পান করিয়া উপবাসাদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন কি? সেকালে তাহাদের দধি দুগ্ধাদি দেব দেবীর অর্চ্চনায় ব্যবহার করি-

তেন কেন? এবং কেন উহা ব্যবহার করিবার জন্য আদেশবাণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন? তাঁহারা যে আপন ইচ্ছায় গোয়ালাদের দধি দুগ্ধাদি পান করিতেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান কালেও পুরাকালের মত গোয়ালাদিগের ভাণ্ডস্থিত দধি দুগ্ধাদি দশবিধ সংস্কার ও দেব দেবীর সেবার জন্য সমাদরে গৃহীত হইতেছে এবং তাহার জন্য কাহাকেও প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হইতেছে না।

শাস্ত্রে আছে ;—

"ভাণ্ডস্থিত মভোজ্যেষু জলং দধি ঘৃতং পয়ঃ।
ভুক্ত্বাতু সর্ব্ববর্ণানাম্ প্রায়শ্চিত্ত কথং ভবেৎ॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য শূদ্রো বা প্যুপসর্পতি।
ব্রহ্মকুর্চ্চোপবাসেন তেষাং নিষ্কৃতিরুচ্যতে॥"

মন্বাদি সংহিতা।

যাহাদের অন্নভোজন করা যায় না (তৎকলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে অন্নভোজন প্রথা নিষিদ্ধ হয় নাই) তাহাদের পাত্রস্থিত জল, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ভোজন করিলে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণকে ব্রহ্মকুর্চ্চোপবাস দ্বারা নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইবে। ইহা অবশ্য অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য অপরাধীর পক্ষে বিহিত বলিয়া শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ বা নিয়ম করিয়াছেন।

এই শাস্ত্রোক্ত প্রমাণের বলে এই বল্লব বা গোয়ালা জাতি সদ্‌গোপদিগের কথিতানুরূপ হিন্দুজাতির আইনের চক্ষে কখনই অতি নীচ ও ঘৃণিত হইতে পারে না, ইহাই আমাদের অনুশীলনের প্রকৃষ্ট সিদ্ধান্ত।

"পল্লব" বল্লবেরই অপভ্রংশে জাত! যেমন ব্রাহ্মণ হইতে বামন,

আম হইতে আব, সেইরূপ "বল্লব" হইতে বিকৃতাকারে "পল্লব" নাম বা কথার সৃষ্টি হইয়াছে। রাধা তন্ত্রের কোনও একটি শ্লোকে "বল্লব অর্থে" পল্লব ব্যবহৃত হইয়াছে। হয় ত সেটা মুদ্রাকর প্রমাদ হইতে পারে কিন্তু যদি রাধাতন্ত্রে মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ "বল্লব" স্থানে "পল্লব" মুদ্রিত হইয়া থাকে তবে অজ্ঞ বল্লবগণ যে "বল্লব" স্থানে "পল্লব" বলিয়া আপনাদের জাতির নাম প্রকাশ করিতে পারে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? কিন্তু ঐরূপ একখানি তন্ত্রে অত বড় একটা লিপিকর প্রমাদ থাকা অসম্ভব। যাহা হউক, "বল্লব" নামটা শেষকালে যে পল্লব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। শিক্ষিত বল্লবেরা "বল্লব" বলিয়াই আপনাদের জাতির পরিচয় দেয়, কেবল অশিক্ষিতেরাই নিজেদের জাতির নাম "পল্লব বলে।

এই বল্লবগণের পূর্ব্বপুরুষ নন্দবংশীয় বল্লবেরা পূর্ব্বকালে দেবতার প্রায় পূজিত হইতেন :—

"নন্দাদ্যা যে ব্রজে গোপা যাশ্চমীষাঞ্চ যোষিতঃ।
বৃষ্ণয়ো বসুদেবাদ্যা দেবকাদ্যা যদুস্ত্রিয় ॥
সর্ব্বে বৈ দেবতা প্রায়া উভয়োরপি ভারত।
জ্ঞাতয়ো বন্ধু সুহৃদো যে চ কংস মনুব্রতাঃ ॥"

শ্রীমদ্ভাগবৎ।

নন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসী গোপগণ, ইহাদের স্ত্রীগণ ও বসুদেব সহিত বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ, দেবকী আদি যদুস্ত্রীগণ আর এই উভয়ের জ্ঞাতি, বন্ধু, সুহৃদ সকলেই দেবতা প্রায়।

কোন শাস্ত্রে আছে, যখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র লীলাকরণাভিলাষে কংস-

কারাগারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বেই দেবতাগণ ব্রজমধ্যে গোপরূপে জন্মগ্রহণ করেন। আবার কোন শাস্ত্রে আছে—গোলোকবিহারী হরি ভূলোকে লীলাভিনয় প্রদর্শন করিবেন বলিয়া গোলোকবাসী গোপগণ মর্ত্ত্যে আসিয়া ব্রজগোপরূপে জন্মগ্রহণ করেন। অতএব গোপ শুধু পৃথিবীর জাতি নহে, নিত্যধাম গোলোকেও ইহার বসবাস আছে।

ত্রিলোকের আরাধ্য, চতুর্ব্বিধ মুক্তিপ্রদাতা, বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে ব্রজগোপদিগের সঙ্গে সখ্যস্থাপন করিয়া গোপাল-নার্থ বন-ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাহাদের অঙ্গে কুশতৃণ বিদ্ধ হইলে তিনি তাহা উন্মোচন করিবার জন্য আপনার কোমল কর-কমল-প্রসার করিতেন! তাহাদের আধভুক্ত বনফল লইয়া পরমানন্দে ভক্ষণ করিতেন!! তাহাদের সখ্যপাশে তিনি এমনি আবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, সমগ্র জীবজগতের অপেক্ষা গোপগণ তাঁহার প্রিয়সখা হইয়া উঠিয়াছিল! তাহাদের সাজ সজ্জা পরিধান করিয়া তাহাদের সঙ্গে গোচারণ করিতে তিনি এতই প্রফুল্ল ও উৎসুক হইতেন যে মা যশোদা বাধা দিলে অশ্রু সংবরণ ও ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেন না! তাহাদের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া তিনি আপনার মধ্যে আনন্দানুভব করিতেন! তাহাদের শত্রুশির নত করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই উদতাস্ত্র থাকিতেন। কেন? তাহার কারণ এই যে, গোয়ালা জাতি সাত্ত্বিক কর্ম্মের দ্বারা সাত্ত্বিকভাবাপন্ন ছিল এবং অকপট প্রেম করিতে ভালবাসিত। এখনও সরল বল্লব জাতি পূর্ব্বপুরুষগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আসিতেছে। এই জাতি ধন, বিদ্যা বা যশঃ কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করে নাই এবং কোনরূপ পার্থিব উন্নতির চেষ্টা করে নাই; সেই জন্যই আজ

আধুনিক সমাজে ঘৃণিত হইতেছে। গোপদিগের প্রত্যেক প্রাণের কথার প্রতিধ্বনি এই :—

"জাতু প্রার্থয়তে ন পার্থিবপদং নৈন্দ্রে পদে মোদতে।
সন্ধত্তে ন চ যোগসিদ্ধিষু ধিয়ং মোক্ষঞ্চ নাকাঙ্ক্ষতি॥
কালিন্দীবনসীমনি স্থির তড়িন্মেঘদ্যুতৌ কেবলম্।
শুদ্ধে ব্রহ্মণি বল্লবী ভুজলতাবদ্ধে মনো ধাবতি॥"

শ্রীপাদ কবিরত্ন।

আমার চিত্ত কথনও রাজ্যপদ প্রার্থনা করে না, ইন্দ্রত্বলাভে আনন্দিত হয় না, যোগসিদ্ধির দিকেও বুদ্ধিকে প্রেরণ করে না, কেবল যিনি কালিন্দীসমীপবর্ত্তী নিকুঞ্জবনে বিহাব করেন, পীতবসন পরিধানহেতু যিনি স্থির সৌদামিনীযুক্ত নবীন নীরদ কান্তি ধারণ করেন এবং বল্লবীগণ যাঁহাকে সর্ব্বদা ভুজলতা দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখেন, সেই বিশুদ্ধ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি সর্ব্বদা ধাবিত হয়।

এই বল্লবজাতি ভগবানের আদেশবাক্য এখনও একমনে প্রতি-পালন করিতেছে :—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎস্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

গীতা।

শ্রীভগবানের আদেশানুসারে ইহারা আপনাদের জাতীয় ধর্ম্ম পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ইহাদের সরলতা ও সাত্ত্বিকভাব স্মরণ করিয়া কোন মহাকবি গাহিয়াছিলেন :—

"তাভ্যো নমো বল্লব বল্লবাভ্যঃ।
যাসাং গুণৈস্তৈরভিচিন্তমানৈঃ॥
বক্ষঃস্থলে নিঃশ্বসিতৈঃ কতুষ্ণৈ।
লক্ষ্মীপতেম্ল'ায়তি বৈজয়ন্তী॥"

এই ব্রজবাসী বল্লবজাতির একটী সৌভাগ্যশালিনী কন্যা ব্রহ্মার পত্নীরূপে বরিতা হইয়া গায়ত্রী নামে অভিহিতা হইয়াছিলেন এবং ইনি এখনও ব্রাহ্মণদিগের উপাস্যা দেবীরূপে উপাসনা পাইতেছেন।

(পরবর্ত্তী ২য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

এই গোপবংশের কোনও অংশ নারায়ণী-সেনা নামে প্রখ্যাত হইয়া কুরুক্ষেত্র-সমরে অসীম শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিল, শ্রীভগবান বলিয়াছিলেন ঃ—

"মৎ সংহনন তুল্যানাং গোপানামর্ব্বুদং মহৎ।
নারায়ণী ইতি খ্যাতাঃ সর্ব্বে সংগ্রাম যোধিনঃ॥"

মহাভারত।

হায়! কালের কুটিল গতিতে আজি কি না ধূলিম্লান ধরণীর বক্ষে ইহাদের আসন নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে? আজি কি না ইহারা লাঞ্ছিত, ঘৃণিত, মথিতরূপে দুর্ব্বহ জীবনভার বহু কষ্টে বহন করিতেছে?—গগনে গগনে যাহাদের যশো ইন্দু অমৃত জ্যোৎস্না-ধারা ঢালিত, আজ কিনা সান্দ্রজলদজালে সমাবৃত হইয়া রহিয়াছে? দেখিলে ত প্রাণের আবেগ উথলিয়া উঠে, ভাবিলেও দারুণ আঘাতে অন্তরাত্মা বিষণ্ণ হয়।

পশ্চিম বঙ্গের বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনাপুর প্রভৃতি যে

কয়েকটি জেলায় সদ্‌গোপজাতির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, তত্তৎ স্থলেই গোয়ালাগণও ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হইতেছে। ২৪শ পরগণা নদীয়া মুরশিদাবাদ হুগলি প্রভৃতি জেলায় গোয়ালা জাতির উপর সামাজিক ঘৃণার ভাগ অপেক্ষাকৃত কম। যশোহর ও খুলনা জেলার সেই বিষম ঘৃণার ভাগ যৎসামান্য বলিলেও চলে। ২৪শ পরগণার কিয়দংশ স্থলে গোয়ালাগণের প্রতি তেমন উল্লেখযোগ্য বিদ্বেষভাব দৃষ্ট হয় না। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে গোয়ালাদের প্রতি ঘৃণা বা অনাদর নাই। পশ্চিম বঙ্গের প্রত্যেক জেলায় সদ্‌গোপগণ অল্পাধিক পরিমাণে বাস করিতেছে, তাহারা গোয়ালা জাতির তুলনায় মুষ্টিমেয় হইলেও শিক্ষিত ও তজ্জন্য উন্নত! গোয়ালাদের মধ্যেও উচ্চশিক্ষার শনৈঃ শনৈঃ প্রসার হইতেছে! এক উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত না হওয়ার জন্যই পুরাতন সুপবিত্র গোপজাতি বৈশ্যজাতির সমুচিত সম্মানলাভে বঞ্চিত হইয়া রহিবে? কখনই না! আপনাদের ন্যায্যাধিকার পাইবার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতব্যাপী আন্দোলন জাগাইয়া রাখিতে এক দিনের জন্যও পশ্চাৎপদ হইবে না। শিক্ষার সম্বন্ধে বহু জাতির পশ্চাতে পতিত হওয়ার দোষই গোয়ালা জাতির বর্ত্তমান অধোন্নতি হইবার একটি বিশিষ্ট কারণ, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কিন্তু এই অধোন্নতির আরও কারণ আছে। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থে বর্ণিত আছে;—

পূর্ব্বকালে অজয় নদতীরে লাউসেন নামে একজন দুর্দ্দান্ত রাজা ছিলেন, তাহার সহিত ইছাই ঘোষের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম সংঘটিত হয়। দীর্ঘদিনব্যাপী যুদ্ধে ইছাই ঘোষ প্রথমে প্রথমে জয়লাভ করিলেও ভাগ্যলিপির অখণ্ড বিধানে পরিশেষে পরাস্ত ও নিহত হন। যুদ্ধাবসানে তৎসাময়িক রাজা সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া ইছাই (ঈশাই)

ঘোষের পক্ষাবলম্বী গোয়ালাদিগকে ত "একঘ'রে" করিলেন, তাহা ছাড়াও সমস্ত গোয়ালা জাতির উপরে এই মর্ম্মে নিজের কড়া হুকুম জারি করিলেন যে, আজি হইতে গোয়ালা জাতি সমাজের মধ্যে ঘৃণিত হইয়া থাকিবে; যে সকল ব্রাহ্মণ ইহাদের ক্রিয়াকলাপ করিবেন তাহারাও ঘৃণিত বলিয়া গণ্য হইবেন। অদ্ভুত বিচার! এই রাজা হিন্দু হইলে কি হইবে? অন্যায় ও খামখেয়ালীমতের বিচার কোন ন্যায়বানই সমর্থন করেন না।

আজি যেমন নিয়মতন্ত্রমূলক গবর্ণমেণ্ট একই শাসনবিধিতে সর্ব্বজাতিকে সমানভাবে শাসিত করিতেছেন, তখন ইহা স্বপ্নের অগোচর ছিল, নচেৎ একজনের দোষে কি (দোষই বা কোথায়) সমস্ত জাতিটাই রাজার কোপে পতিত হইত?—বাঙ্গালার গোয়ালাদের এই দুর্দ্দশা হইলেও উড়িষ্যা, যুক্তরাজ্য, মধ্যপ্রদেশ, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রভৃতি সর্ব্ব প্রদেশেই গোয়ালার প্রভূত সম্মান এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

যে প্রদেশে সেই দুর্ম্মতি রাজার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, শুদ্ধ সেই প্রদেশেই গোয়ালা জাতির সামাজিক দুর্দ্দশা! ইহা অন্য প্রদেশে আদৌ পরিলক্ষিত হয় না। পশ্চিম বঙ্গে যেমন নবদ্বীপ সমাজ, পূর্ব্ববঙ্গে সেইরূপ বিক্রম সমাজ হিন্দুজাতির বরণীয় ও মাননীয়! নবদ্বীপের প্রভাব পশ্চিম বঙ্গে যতদূর, বিক্রমপুরের সমাজপতিগণ ততদূর প্রভাব লইয়া পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুজাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছেন। বিক্রমপুর সমাজের গণ্য মান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ গোয়ালা জাতির বাটীতে শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে গমন করেন এবং উক্ত প্রদেশে গোপযাজী ব্রাহ্মণগণও হেয় বলিয়া গণ্য নহেন।

বিক্রমপুর সমাজে কি শিষ্ট বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব? কখনই নয়। তবে সদ্‌গোপগণ কেমন করিয়া বলিল গোয়ালা জাতি শিষ্ট বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত? বাঙ্গালার হিন্দু সমাজের মুকুট-মণি স্বর্গীয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পুরুষোত্তম নামক একজন গোয়ালাকে জাত্যংশে সাতিশয় সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি চিরদিন গোয়ালা জাতিকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন।

২৪শ পরগণা, যশোহর; খুলনা জেলার গোপযাজী ব্রাহ্মণের কন্যা রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন! এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। সাক্ষাৎ ভাবে হউক কিম্বা পরোক্ষ ভাবেই হউক, অনেক বিশিষ্ট রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণ গোপ-যাজী ব্রাহ্মণবর্গের কুটুম্ব হইতেছেন। গোপযাজী ব্রাহ্মণগণ কখনই বঙ্গের প্রাচীন সপ্তশতী ও পরাশর জাতীয় নহে! আদিশূর আনীত সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণেরই বংশধর। গাঁই গোত্র জানিলেই গোপযাজী ব্রাহ্মণদিগের উপরে বিষম সন্দেহের নিরাকরণ হইতে পারিবে। গোয়ালারা আপনাদিগকে বৈশ্য বলিয়া জানিয়া শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ-গণের সংস্পর্শশূন্য হইয়া আপনাদিগের ব্রাহ্মণকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে।

আমাদের সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এখনও ব্যবস্থাদাতৃরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন! যতদিন চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কনিচয় বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন হিন্দুজাতির অস্তিত্বের বিলোপসাধন হইবে না। আর ততদিন হিন্দু সমাজের পরিচালক ব্রাহ্মণ থাকিবেন। সেই প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যপ্রাণ মুনি ঋষিরা স্বদেশ ও আর্য্যজাতির কল্যাণ কামনায় চিরজীবন নিমগ্ন থাকিয়া দেহপাত করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের পুণ্যময়ী নামের

স্মৃতি এখনও ভারতবক্ষ হইতে মুছিয়া যায় নাই, তাঁহাদের জ্ঞান গবেষণা, সমাজহিতৈষণা স্বার্থত্যাগ, সাধনা, তাঁহাদিগকে যুগ যুগান্তর জীবিত রাখিয়াছে, প্রলয়কাল পর্য্যন্তও রাখিবে।—

হে বর্ত্তমান যুগের ঋষিকল্প পণ্ডিতবৃন্দ!—আপনারা বল্লব জাতিকে যথাযোগ্য আসন প্রদান করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা ও অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় করুন।

বিংশশতাব্দীর ছিন্ন ভিন্ন শৃঙ্খলশূন্য সমাজকে শান্ত ও সংযত করুন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সদ্‌গোপ জাতির মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই হউক, অথবা বিদ্বেষবুদ্ধিবশতঃই হউক, প্রাচীন বল্লবজাতিকে অন্ত্যজ বর্ণসঙ্কর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অন্ত্যজ বর্ণসঙ্করকে ভগবান মনু প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্কর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর তিনি অনুলোমজ বর্ণসঙ্করকে সৎ বর্ণসঙ্কর অর্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সৎ বর্ণসঙ্কর মূর্দ্ধাবিষিক্ত, অম্বষ্ঠ প্রভৃতির সন্তান। ভগবান মনু কি গোয়ালা জাতিকে অন্ত্যজ বর্ণসঙ্কর বলিয়া গিয়াছেন? কখনই নয়। কোন্ শাস্ত্র বল্লবগোপকে নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর বলিয়াছে? উল্লিখিত কতিপয় সদ্‌গোপের সাহস, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি প্রশংসার্হ বটে।

সদ্‌গোপগণ পূর্ব্বকালে আপনাদিগকে শূদ্রগোপ নামে অভিহিত করিয়া আনন্দানুভব করিতেন। এখন দেখি আপনাদিগকে নন্দ-বংশ সম্ভূত বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছেন! ভ্রমর যখন মধুলোভে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া টকটকে ঝক্‌ঝকে রক্‌রকে শাল্মলী কুসুমে মধুপানার্থ উপবেশন করিয়া বুঝিতে পারে যে "এ ফুলে মধু নাই শুধু রঙের চটক আছে" তখন যেমন অন্য সুগন্ধি কুসুমের মধুপান লালসায় কুসুমিত কুঞ্জবনে প্রবেশ করে ;—

সদ্‌গোপদিগের সেই অবস্থা! উহারা যখন দেখিল নবশায়কের অন্তর্গত গোপ হইলেই বর্ণসঙ্কর হইতে হইবে, তখন অমনি নিজেদের বৈশ্যত্ব প্রতিপাদনের জন্য মহারাজ নন্দের আশ্রয় লাভ করিতে

সমস্ত উৎসাহ, উদ্যম প্রয়োগ করিল! ভ্রমর শাল্মলী কুসুমে মধু নাই দেখিয়া যদি সন্ধ্যাগমে কেতকী কানন মধ্যে প্রবেশ করিয়া কেতকী কুসুমে মধুলুব্ধ মনে উপবেশন করে, তাহা হইলে তাহার দুর্দ্দশার অবধি থাকে কি? কণ্টকে ছিন্নপক্ষ, রজে অন্ধীভূত নয়ন হইয়া মধুলোভী ভ্রমর শুধুমাত্র যাতনাই ভোগ করে। নবশায়ক-শাল্মলী কুসুম হইতে প্রতিনিবৃত্ত সদ্গোপ-ভ্রমর আদম সুমারির সায়াহ্নে যে বৈশ্য-কেতকী কুসুমের মধুপানে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, এ উন্মত্ততা —এ বিহ্বলতা কোনও সুখসিদ্ধি দিতে সমর্থ নহে।

সদ্গোপ শূদ্র নহে, অম্বষ্ঠের সন্তান নহে, উহারা খাঁটী বৈশ্য, এই কথা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে?—তাহা বুঝিলে যদি সদগোপ জাতির বৈশ্যত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে তাহা নয় বুঝিলাম। কিন্তু আমরা বুঝিতে অক্ষম হইলাম যে, সদ্গোপগণ কি জন্য গোয়ালাজাতির উপর খড়্গহস্ত হইয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছি যে, সমগ্র সদ্গোপজাতি গোয়ালাজাতির উপর বিদিষ্ট নহে, জন কতক লোক মাত্র বিদ্বেষমূলক বিজ্ঞাপন বাহির করিয়াছেন। এখনও তাহাই স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি।

বিদিষ্ট সদ্গোপগণ একবারও মনে করিতেছেন না যে, আত্ম-কলহে ভারতের কিরূপ সর্ব্বনাশ সাধন হইয়াছে ও হইতেছে! মহাভারতকার বলিয়া গিয়াছেন :—

"ত্রেতায়াং মন্ত্রশক্তিশ্চ জ্ঞানশক্তিঃ কৃতে যুগে।
দ্বাপরে যুদ্ধশক্তিশ্চ সংঘশক্তিঃ কলৌ যুগে॥"

এই সংঘশক্তি বা সমবেত শক্তির অভাবে হিন্দুজাতির অধঃপতন ঘটিয়াছে, ইহা বুঝিয়াও বিরাট হিন্দুজাতির মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়ের উচিত কি, আত্মকলহে আত্মপ্রাণ সমর্পণ করা?—

"যতোহভ্যুদয়নিঃ শ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ"

অর্থাৎ যাহা হইতে জীবগণের ইহলৌকিক উন্নতি ও পারলৌকিক উন্নতি এবং অন্তে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় তাহাকে ধর্ম্ম বলে।

হায়!—আর্য্যশাস্ত্রকারগণের এই নীতিবাক্য শুধুমাত্র শ্লোকের ভিতরেই থাকিয়া যাইবে? কোন জাতিই উল্লিখিত সদ্ধর্ম্মপালন জন্য একটুও কি আত্মসমর্পণ করিতে অগ্রসর হইবে না?—উপরোক্ত ধর্ম্মপালনকারীরা কখন পরনিন্দা, পরবিদ্বেষের দিকে গমন করিতে পারে না। আমরা যথাসম্ভব ধৈর্য্য ও সংযম সহকারে সদ্‌গোপদিগের উক্তি-খণ্ডন ও গোপজাতির বৈশ্যত্ব প্রতিপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহাতেও যদি কোনও অপ্রিয়বাক্যে সদ্‌গোপদিগের মর্ম্মে আঘাতপ্রাপ্তি ঘটে—তাহাতে আমাদের দোষ নাই! সদ্‌গোপদিগের অন্যায় উক্তি খণ্ডিত করিতে যে সকল শ্লোক ও সমর্থক বাক্যাবলী ব্যবহার করিতে হইতেছে তাহার উদ্দেশ্য সৎ, ইহাতে কাহারও প্রাণে ব্যথা লাগিলে কি করা যাইবে?

যে গোয়ালাজাতি, পূর্ব্ব পুরুষগণের আচরিত বৃত্তির জন্য সাংসারিক উন্নতি করিতে পারিল না; কেবল গোসেবা আর গোবিন্দসেবা লইয়া আত্মোৎসর্গ করিয়া সংসার-সর্ব্বস্ব হারাইল; সে জাতির উপর অত্যাচার অবিচার, অনাচার ভগবান কখনও সহ্য করিতে পারেন না! তাই সদ্‌গোপদিগের বিজ্ঞাপন পাঠে সে জাতি মৌনব্রত ভঙ্গ করিল! গর্ত্তস্থ নিরীহ ভেককে বারম্বার আঘাত করিলে সেও প্রতিঘাতের জন্য বাহির হইতে চেষ্টাকরে, আর গোয়ালা ত মানুষ!—তাহা বলিয়া গোয়ালা জাতি—সদ্‌গোপদিগের উপর ঘৃণাকর বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিয়া নিজেদের জাতীয় বিষয় বিবৃত করিতে বাধ্য হইবে না; এতৎ সম্বন্ধে যাহা কিছু আন্দোলন

উত্থাপিত করিবে নিশ্চয়ই তাহা বিধিশৃঙ্খলার বাহিরে যাইবে না। তবুও যদি গোয়ালারা কোনও কোনও সম্প্রদায়ের সহানুভূতি পাইতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে জানিব গোয়ালাজাতির উপরে শ্রীহরির চক্রখানি অবিরত ঘুরিতেছে, সাধ্য নাই যে গোয়ালারা তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে।

হে সদ্‌গোপগণ! তোমরা ভারতের মধ্যে দ্বিজাতির অগ্রপূজা গ্রহণ কর গোপদিগের তাহাতে আপত্তি কি? তোমরা ষোল কলা জাতীয় উন্নতির মধ্যে পড়িয়া থাক, জগত যুড়িয়া তোমাদের যশঃ সৌরভ মানবমাত্রকেই প্রীতি প্রদান করুক, ক্ষতি কি? দুঃখ কি?—বরং—আনন্দের কথা বটে;—কেননা প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতপ্রবর মহামতি রিজ্‌লি সাহেব ১৯০১ সালের সেন্‌সেস বিবরণীতে স্পষ্টই প্রকাশ করিয়াছেন, "সদ্‌গোপ গোয়ালারই শাখা।" যে গোয়ালা জাতি হইতে তোমাদের উৎপত্তি তাহারা অন্ত্যজ বর্ণ সঙ্কর! কি ভ্রান্তি!

সেন্‌সেস্ রিপোর্ট, ১৯০১—

"Satgopa is a community that seems clearly descended from the goalas. He is frequently looked upon as a sub-division of that caste and a Satgopa can enter any other Goala subcaste by intermarriage. On the other hand, they have abandoned the traditional occupation of the goalas and have attained a higher status."

Bengal Census Report.
1901, Vol I. p. 393.

ইহা স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, গোয়ালা জাতি হইতেই

সদ্‌গোপ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। এই সম্প্রদায় সাধারণতঃ গোয়ালা জাতির একটি অন্তর্বিভাগ রূপে পরিগণিত, এবং সদ্‌গোপ গোয়ালা জাতির অন্তর্ভুক্ত শ্রেণীর সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে; পক্ষান্তরে সদ্‌গোপ গোয়ালাদিগের বংশপরম্পরাগত জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছে এবং সমাজে অধিকতর উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছে।”

তাহা হইলেই দেখ গোয়ালাতরু, সদ্‌গোপ শাখা!—

উচ্চশিক্ষা প্রভাবে তোমাদের উন্নতি, তদভাবে গোয়ালা অবনত মস্তক রহিয়াছে!—তোমাদের মূলতরু শুষ্ক কিন্তু তোমাদের সজীবতা উজ্জ্বল আকার ধারণ করিয়াছে!—তাই বলিয়া মূল গাছটাকে একবারে উপেক্ষা করিও না, উৎপত্তিস্থান কে ঘৃণার চক্ষে দেখিও না, উন্নতির প্রথম সোপানে উঠিতেই আত্মহারা হইয়া ঢলিয়া পড়িও না! জানিও,—শুভদিন পরিবর্ত্তিত হইতে তিলবিন্দু ও সময় লাগে না!—

লোকে চিরকাল বলিয়া আসিতেছে সদ্‌গোপ চাষীগোয়ালা, আর বল্লব গোপ দুধে গোয়ালা। যদিও তোমরা পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচালিত হলখানি সভ্যতার জ্বলন্ত বহ্নিতে ইন্ধন অর্পণ করিতে বসিয়াছ, তবু ও হলধর নামের প্রস্ফুট চিহ্ন স্ব স্ব করকমল হইতে মুছিতে পারিবে না। কাজ ফুরাইয়া যায়, স্মৃতি থাকে!—তোমাদের হস্ত হইতে কৃষিকার্য্য খসিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার স্মৃতিটা এখনও পর্য্যন্ত ভুলিতে পার নাই, কাগজে কলমে ঠিক রাখিয়াছ। আমরা জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের জাতীয় ব্যবসায় কি কৃষিকার্য্য,—না দধিদুগ্ধের কার্য্য? আমরা তোমাদের দধি দুগ্ধের ব্যবসায় কখনও দেখিতে পাই নাই। কোন কোন সদ্‌গোপকে

বরং চাষ কাজ করিতে দেখিয়াছি। দধিদুগ্ধের ব্যবসায় তোমাদের কোন কালে ও ছিল না, এখনও নাই, কৃষিকার্য্য তোমাদের বৃত্তি বটে, তাহাও বোধ হয় সাময়িক; যদি না হয় তাহা হইলে উহা কোন্ কালের?—শূদ্র যেমন কালক্রমে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল তোমাদের জাতির মধ্যে হয়ত এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকিবে একথা সত্য? না, মিথ্যা?

অথবা ইহাও কি সত্য, অনুলোমজ বর্ণ সঙ্করেরা মাতৃবর্ণের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে? "অনুলোমাসু মাতৃবর্ণা" মনু।

যেকাল হইতে যে কারণে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। স্থূলতঃ আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি, তোমরা কৃষিজীবী!

ভাল, বল দেখি তোমরা কৃষিজীবী হইয়া কেমন করিয়া গোপরাজ নন্দের সন্তান বলিয়া আপনাদিগকে বৈশ্য বলাইতে চাও? সূর্য্য সমুদ্র হইতে আকাশে ঝাঁপাইয়া পড়িতে যান ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু চাষী গোয়ালার ছেলে কৃষিক্ষেত্র হইতে দুধে গোয়ালার রাজা নন্দঘোষের গোযুথের বিহার-শৈলে লম্ফ প্রদান করিবে, ভয়ানক অস্বাভাবিক! বল তোমরা চাষী গোয়ালার বংশধর, কেমন করিয়া নন্দরাজার পরিচয়ে পরিচিত হইতে চাও!—তোমাদের আকাঙ্ক্ষা উচ্চ, কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষা সন্দেহ নাই!—দুরাকাঙ্ক্ষার দাস আর আর মরুভূমে মৃগতৃষ্ণিকা-ভ্রান্ত পথিক একই কথা।—

কৃষিজীবী গোপ কখনও গোপোত্তম নন্দের সন্তান হইতে পারে না। যেহেতু কৃষিকার্য্যের সহিত নন্দের কোনও সম্পর্ক ছিল না।

গোপপতিনন্দ যে গোরক্ষক ছিলেন, তাহা প্রথম পরিচ্ছেদে "কৃষিবাণিজ্য গোরক্ষা" শ্লোকে প্রমাণিত হইয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্র পূজা নিষেধের হেতু নির্দ্দেশ করিয়া নন্দরাজকে বুঝাইয়াছিলেন ;—"গোরক্ষা আমাদের প্রধান বৃত্তি, গিরিবর গোবর্দ্ধন গবাদি পশুর আহারোপযোগী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তৃণ প্রদান করেন এই হেতু গোবর্দ্ধন আমাদের পূজার্হ। কৃষিজীবিগণ প্রচুর বারিবর্ষণ প্রার্থনায় ইন্দ্রকেই পূজা করুক।"

শ্রীমদ্‌ভগবত গীতা।

শ্রীভগবানের উক্তিতে অবশ্য সংশয়ীর সংশয়চ্ছেদন হইবে। সকলেই এখন বুঝিবেন কৃষিজীবী ও গোরক্ষক দুইটী পৃথক সম্প্রদায় পরস্পর পরস্পরের বিরোধীরূপী !—

রামকৃষ্ণ নিত্য গোচারণ করিতে গহনবনে গমন করিতেন।

"তৌ বৎস পালকৌভূত্বা সর্ব্বলোকৈক পালকৌ
সপ্রাতরাশৌ গোবৎসাং শ্চারয়ন্তৌ বিচেরতুঃ।"

"সর্ব্বলোকের শ্রেষ্ঠ পালক রামকৃষ্ণ প্রাতঃকালীন ভোজ্য-সামগ্রী সহ গোবৎস সমূহের চারণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।"

একসময়ে ব্রহ্মা সহধর্ম্মিণী সঙ্গে যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করিবেন এই আশায় সাবিত্রীকে আহ্বান করেন, এদিকে যজ্ঞ কাল ফুরাইয়া যাইতেছে, অন্য দিকে সাবিত্রীদেবী আগমনে বিলম্ব করিতেছেন, সম্ভবতঃ তিনি এই কারণে ক্রোধান্বিত হইয়া ইন্দ্রকে আদেশ করেন, "হে ইন্দ্র ! তুমি এই মুহূর্ত্তে মর্ত্ত্যধামে গমন কর, যেখানে পাও একটি সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যাকে আমার নিকটে আনয়ন কর।

আমি তাহাকে সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিয়া উপস্থিত যজ্ঞানু-

ষ্ঠান সুসম্পন্ন করিব।” ইন্দ্র পদ্মযোনির আদেশ বাক্য মস্তকে ধারণপূর্ব্বক ধরাতলে আগমন করিয়া একটি সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্তা—গোপকন্যাকে দর্শন করেন। “তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ, কি নিমিত্ত পথিমধ্যে একাকিনী দাঁড়াইয়া রহিয়াছ” ইন্দ্র এই সকল প্রশ্ন করিলে তদুত্তরে সেই গোপকন্যা বলিলেন ঃ—

“গোপকন্যা অহং বীর বিক্রেতুমিহগোরসম্।
সমাগতা ঘৃতাদীনাং প্রগৃহ্নীষ যথেপ্সিতম্ ॥”

হে বীর! আমি গোপকন্যা, এইথানে দধিদুগ্ধ বিক্রয়ের জন্য সমাগতা হইয়াছি। যদি ইচ্ছা করেন দধি দুগ্ধ ঘৃতাদি গ্রহণ করিতে পারেন।

গোপকন্যার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া সুররাজ সন্তুষ্টচিত্তে তাহাকে জানাইলেন যে “তোমাকে ব্রহ্মার সমীপে গমন করিতে হইবে, তিনি তোমার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইবেন॥”

গোপকন্যা আপনাকে ধন্যা ও সৌভাগ্যশালিনী মনে করিয়া ইন্দ্রের প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন। তদনন্তর ইন্দ্র তাহাকে লইয়া ব্রহ্মার পবিত্র সমীপে উপবেশিতা করেন।

“এবং চিন্তাপরাদীনা যাবৎ সা গোপকন্যকা
ভবত্যেষা মহাভাগা গায়ত্রী নামতঃ প্রভোঃ।”

* * * *

“গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন উপযেমে পিতামহঃ।”

পদ্মপুরাণ।

ব্রহ্মা সেই কন্যাকে তৎক্ষণাৎ গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ করিয়া স্বকীয় আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন, আর কন্যাটিও অযাচিতভাবে

ত্রিভুবনমান্যা গায়ত্রী নামে অভিহিতা হন। এখন সদ্গোপগণ! ভাব দেখি, এমন সৌভাগ্য এমন ত্রিভুবনের নিকটে সম্মান লাভ ব্রাহ্মণ ব্যতীত—কোন্ জাতির ভাগ্যে ঘটিয়াছে?—

এই যে কন্যা, যিনি গায়ত্রী নামে জগতে নিত্য উপাস্যা হইয়াছেন, ইনি না দধি দুগ্ধ বিক্রেতা গোপেরবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া পৈত্রিক ব্যবসায় আশ্রয় করিয়াছিলেন? কোনও কালে কৃষিজীবীর সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক ছিল? বল বল এ গায়ত্রী কি তোমাদের বংশের দুহিতা?

কি আশ্চর্য্য! বেদে তোমাদের নাম নাই, তন্ত্রে তোমাদের মন্ত্র নাই, পুরাণে তোমাদের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়না! তোমরা আবার মূল বৈশ্যজাতি?—এই যে বল্লব—যাহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল,—ইহাদের গুণানুগানে সর্ব্ব গ্রন্থ কলেবর পরিপূর্ণ, কত দেখাইব—কত দেখিবে।

"তমর্থয়েঽহং মোক্ষং গোপৈর্দুগ্ধমদুগ্ধগাঃ।
ফলান্যবাদিনোদ্দক্ষান্ বার্ত্তা পপ্রচ্ছ বল্লবান্॥"

মুগ্ধবোধ।

যিনি গোপগণের সহিত মিলিত হইয়া গো সকলের দুগ্ধ দোহন দোহন করিয়াছিলেন এবং বল্লবগণকে কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি তাহার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করি।

"প্রথয়তি ন তথা মমার্ত্তিমুচ্চৈঃ
সহচরি বল্লবচন্দ্র বিপ্রয়োগঃ।
কটুভিরসুর মণ্ডলৈ পরীতে
দনুজপতের্নগরে যদস্য বাসঃ।"

হে সহচরী! সেই বল্লব কুলচন্দ্র দুষ্ট অসুরমণ্ডল পরিবেষ্টিত দনুজ পতি কংশের নগরে বাস করিতেছেন বলিয়া আমি যেরূপ মনোবেদনা প্রাপ্ত হইতেছি, তাঁহার বিরহ আমাকে তত নিদারুণ মনোকষ্ট দিতে পারে নাই।

"স্বেদপ্লাবিত পাণিপদ্মযুগল প্রক্রান্তকম্পোদয়াৎ
বিস্রস্তামবিজানতো মুরলিকাং পাদারবিন্দোপরি
লীলাবেল্লিত বল্লবী কবলিত স্বান্তস্য বৃন্দাবনে
জীয়াৎ কংসরিপোস্ত্রিভঙ্গ বপুষঃ শূন্যোদয়া ফুৎকৃতিঃ॥"

বৃন্দাবনে লীলা কুটিল বল্লবীগণের দ্বারা চিত্ত অপহৃত হইলে যাঁহার ঘর্ম্মবারি প্লাবিত পাণিপদ্মযুগলের কম্পন আরম্ভ হইত, এবং কম্পনের আতিশয্য বশতঃ শ্রীকর কমলস্থিত মুরলিকা চরণার বিন্দোপরি পতিত হইলেও বল্লবীগণের ভাব-সাগরে নিমগ্ন হইয়া আত্মবিস্মৃতি হেতুক যিনি তাহা জানিতে পারিতেননা;—সেই ত্রিভঙ্গবপু কংসরিপুর উদ্দেশ্যশূন্য অনতিদীর্ঘ ফুৎকৃতি সদা জয়যুক্ত হউক।

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান মন্ত্র ঃ—

"বল্লবী নন্দনং ধ্যায়েন্নির্গুণস্যৈক কারণম্।"
রাধে ত্বং কুপিতা ত্বমেব কু-পিতা স্রষ্টাসি ভূমের্যতঃ
মাতাত্বং জগতাং ত্বমেব জগতাম্ মাতা ন বিজ্ঞোঽপরঃ।
দেবি ত্বং পরিহাস কেলি কলহেঽনন্তা ত্বমেবেত্যসৌ
স্মেরো বল্লব সুন্দরীমবলমন্ শৌরিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ"

শ্রীপাদ হরিহর।

একদা শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে বলিলেন, হে রাধে! তুমি আমার প্রতি কুপিতা হইয়াছ। তিনি উত্তর করিলেন আমি কুপিতা নহি, তুমিই কুপিতা। যেহেতু তুমি কু অর্থাৎ পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছ। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন তুমি জগতের মাতা, রাধা কহিলেন তুমিই জগতের মাতা, কেননা তুমিই জগতের পরিমাণ কর্ত্তা, অপর কোনও বিজ্ঞ ব্যক্তি নাই যিনি জগতের মাতা অর্থাৎ পরিমাণ কর্ত্তা হইতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, দেবি! তুমি পরিহাস কেলি কলহে অনন্তা, শ্রীরাধা কহিলেন, তোমার কোন দিকেই অন্ত নাই, অতএব তুমিই অনন্ত। এই প্রকার—উক্ত হইয়া বল্লবসুন্দরী শ্রীরাধিকার নিকট অবনত শৌরি তোমাদিগের মঙ্গলবিধান করুন।

বল্লবদিগের নাম ও গুণানুগান কোন্ গ্রন্থে না আছে? গ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধি হইবে এই ভয়ে ২।৪টী শ্লোক উদ্বৃত করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। যেমন কানু ছাড়া কীর্ত্তন নাই, তেমনি গোপ ছাড়া শাস্ত্র গ্রন্থ নাই।

গোপদিগেরই হৃদয়-ভেদিনী প্রার্থনা :—

"অস্মাকং কিল বল্লবী রতিরসো বৃন্দাটবী লালসো
গোপঃ যোঽপি মহেন্দ্র নীল রুচিরশ্চিত্তে মুহুঃ ক্রীড়তু।"

"আমাদিগের চিত্তে বল্লবী বৃন্দের রতিরস ও বৃন্দাবন প্রিয় কোন অনির্ব্বচনীয় নীলরুচির মহেন্দ্র গোপবালক সর্ব্বদা ক্রীড়া করুক।"

আহা! এই প্রার্থনাই গোপদিগের ইহকাল ও পরকালের সম্বল, তাই তাহারা সংসারের মধ্যে অন্য কোনও সম্বল সংগ্রহ করে নাই। সর্ব্বদা প্রসন্ন, সর্ব্বদা হাস্যমুখ, সর্ব্বদা স্বল্পে সন্তুষ্ট, সর্ব্বদা শ্যাম চাঁদের শ্যাম রূপে আকৃষ্ট হৃদয় 'সর্ব্বদাই মুক্ত প্রান্তরে'

বনানীসঙ্কুল গিরি-ব্রজে ভ্রমণকৌতুকী প্রকৃতি মায়ের ভক্ত শিশুর মত, আর কাহারা ?—এই বল্লববৃন্দ !—

বেদ জাগতিক যাবতীয় গ্রন্থেরই আদি, আর্য্যঋষির মতে উহা অপৌরুষেয় !—স্মৃতি বেদার্থের অনুগামিনী। এমন বেদ স্মৃতিতে সদ্‌গোপ জাতির সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য নাই। তাই বলিতেছি তোমরা আধুনিক, কোন মতেও প্রাচীন নহ। বৈদিক সময় তোমাদের অস্তিত্বই ছিল না। পুরাণে যে সঙ্কর গোপের উল্লেখ আছে তোমরা তাহাই কি ?

তোমরা প্রাচীন জাতি নও, এ কথাটী আর এক রকমে বেশ বুঝান যায় ! মূল ও মিশ্রজাতির লোকসংখ্যার অনুপাত করিলে দেখা যায় মিশ্রজাতি আধুনিক হওয়ায় মূলজাতি অপেক্ষা লোক-সংখ্যায় ন্যূন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মূল ও প্রাচীন জাতি, কোন্ অনুলোমজ কি প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্কর বা মিশ্রজাতি জনসংখ্যায় তাহাদের সদৃশ ? মিশ্রজাতি মধ্যেও জনসংখ্যার পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। ৫০০ পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে জাত মিশ্রজাতি তাহার ৫০০ বৎসরের পরবর্ত্তী মিশ্রজাতি অপেক্ষা লোকসংখ্যায় বড়, ইহা চক্ষের সম্মুখেই দেখিতে পাইতেছি !—বল্লবজাতি মূল ও প্রাচীন, তাই তাহার জনসংখ্যার তুলনায় সদ্‌গোপজাতির জনসংখ্যা—যেমন সাগরের কাছে গোষ্পদ।

মহাভারতে “সদ্‌গোপ” এই নামোক্ত কোন জাতির অস্তিত্ব নাই। এ দেশে কত কাল হইতে এই প্রবাদবাক্য চলিয়া আসি-তেছে, “যাহা নাই, ভারতে, তাহা নাই ভারতে।” তবে তোমরা কি ভারত ছাড়া কোথাকার এক জাতি ? ভারত ছাড়া জাতি মিশ্র নয়, খাঁটি বৈশ্য, একথা যিনি সপ্রমাণ করিতে পারেন করুন, আমা-

দিগের তাহাতে আপত্তি কিছুই নাই। মহাভারতে "সদ্‌গোপ" নামে কোনও বৈশ্যজাতির নাম নাই সত্য, কিন্তু এক নিদারুণ নৃশংস অসদ্‌গোপের নৃশংসতার পরিচয় পাই।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তনুত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিলে, হস্তিনা হইতে বীরবর ধনঞ্জয় দ্বারকায় গমন করিয়া দেখিলেন, প্রবল পরাক্রান্ত যদুবংশ ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে। প্রাণসখা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণশূন্য দেহ ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। তখন তাঁহার আর শোকের সীমা পরিসীমা ছিল না। তিনি কৃষ্ণবিচ্ছেদশোকে সমাচ্ছন্ন হইয়া নানাবিধ মর্ম্মভেদী বিলাপ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর যখন জানিতে পারিলেন সমুদ্র শীঘ্র দ্বারাবতী গ্রাস করিবে, তখন যদুকুলললনাদিগকে লইয়া রথারোহণে হস্তিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অর্জ্জুনের নয়নে বিগলিত অশ্রুধারা, শূন্য হৃদয়ে উচ্ছ্বাসভার, তদ্দর্শনে রথাশ্ব সকল মন্দীভূত হইয়া চলিতে লাগিল। প্রভুর শোকে প্রভুভক্ত দগের ইহাই উৎকৃষ্ট সহানুভূতি! এমন সময় একদল অসদ্‌গোপ ভীম বিক্রমে বীরবর অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিল। অর্জ্জুন ত্রিভুবনজয়ী গাণ্ডীবধনু ধারণ করিতে গেলেন, পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণই যেন তাঁহার বাহুর বল ছিল, তাঁহার অভাবে বাহুযুগলের আর শক্তি রহিল না। যদুকুলললনাদিগের উপর বিধাতার কেমন এক অখণ্ডনীয় বিধিলিপি,—তাহা খণ্ডন করা অর্জ্জুনের সাধ্য হইল না। যাহা হইবার নয় তাহাই হইল, যদুস্ত্রীগণ সেই অসদ্‌গোপ কর্ত্তৃক অপহৃতা হইলেন।

অর্জ্জুন ভীষণ শোকের উপর এইরূপ লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে একান্ত ভগ্নমনে হস্তিনায় গিয়া উপস্থিত

হইলেন। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের তদবস্থা দর্শনে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন :—

"সোহহং নৃপেন্দ্ররহিত পুরুষোত্তমেন
সখ্যাপ্রিয়েন সুহৃদা হৃদয়েন শূন্যঃ।
অধ্যস্বরুক্রম পরিগ্রহসঙ্গ রক্ষন্
গোপৈরসদ্ভিরবলেব বিনির্জ্জিতোহস্মি ॥"

অর্জ্জুন পুরুষোত্তম সুহৃদ শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগে আপনার শূন্য-হৃদয়ের কথা বলিয়া পরে বলিয়াছিলেন :—

দাদা! আমি অসদ্‌গোপগণ কর্ত্তৃক অবলার ন্যায় বিনির্জ্জিত হইয়াছি।

এ "অসদ্‌গোপ কাহারা" এ বিষয়ে এখন অনুধাবন ও অনুশীলন করিলে বোধ হয় মন্দ হইবে না।

শ্রীকৃষ্ণের প্রাণধন বল্লব—কৃষ্ণগতপ্রাণ বল্লব—কখনও অসদ্‌গোপ হইয়া শ্রীকৃষ্ণবংশীয় রমণীরত্নরাজীকে অপহরণ করিতে পারে?

যাহারা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার সুহৃদ, সখা ও বন্ধু ছিল, যাহারা শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ রবিতাপে কিঞ্চিৎ ম্লান ও ঘর্ম্মাক্ত দেখিলে সযত্নে বসনাঞ্চল দ্বারা মুছাইয়া দিত,—শ্রীকৃষ্ণের তিলেক বিচ্ছেদ যন্ত্রণা যাহাদের পক্ষে যুগযন্ত্রণা বলিয়া অনুভব হইত; দীর্ঘ শত বর্ষ ব্যাপিয়া—আহার নিদ্রা সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল যাহারা বনপথে ক্ষিপ্তপ্রায় কাঁদিয়া বেড়াইত; তরুশ্রেণী দেখিয়া বলিত, "তোরা বুঝি শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগে অচল সন্ন্যাসী? তৃণরাজী দেখিয়া বলিত, বসুমতি বুঝি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপদরজে উল্লাসিতা হইয়া

উঠিয়াছে, তোরা বুঝি তাই ইহার সর্ব্বাঙ্গের রোমাঞ্চ” ?—তাহারা কি কখন অসদ্‌গোপ হইতে পারে ? তবে এ অসদ্‌গোপ কাহারা ?

যদুবংশের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্র একমাত্র জীবিত ছিলেন। তিনি মথুর'র রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া পরম শত্রু অসদ্‌গোপদিগকে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বিবিধ সেনাবাহিনী রাজাজ্ঞায় সজ্জিত হইয়া উঠিল। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াই অসদ্‌গোপদিগের পাপ হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইল। তাহারা সপরিবারে যেদিকে পারিল, পলায়ন আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু তাহাতেও রাজরোষ হইতে রক্ষা নাই ভাবিয়া একটি নিরাপদ স্থান খুঁজিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা বুঝিল কেবল বঙ্গদেশ রাজার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার একটি উত্তম স্থান, কাজে কাজেই এই স্থানে পলাইয়া আসিল। বজ্র দেখিলেন, নদীবহুলা বনানী শ্যামলা বঙ্গ দেশে সৈন্য পরিচালন করা একান্ত দুঃসাধ্য, আর তাহাদের দমনের জন্য কোনও উদ্যোগ আয়োজন করিলেন না। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একটি অসদ্‌গোপ জাতি গঙ্গোপকূলে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। পাপী হউক, তাপী হউক, বিপন্ন হউক, দরিদ্র হউক, যিনি আসিয়া এই সোনার জন্মভূমিকে একবারমাত্র মা বলিয়া ডাকিবেন, তাঁহার আর পাপ নাই, তাপ নাই, বিপদ নাই, দারিদ্র্যও নাই ? এমন দয়াবতী বিঘ্ননাশিনী জননী আর কোথায় আছে ?

যদুকুলললনা-অপহরণ, অসদ্‌গোপদিগের পলায়ন, কলির প্রারম্ভের ঘটনা। এই দুইটী ঘটনার বহু শতাব্দীর পরে অজয়নদের তীরে লাউসেনের সহিত ইছাই ঘোষের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহাতে অসদ্‌গোপগণ রাজপক্ষ অবলম্বন করে। পক্ষাবলম্বন

করার জন্য রাজপক্ষ হইতে অসদ্‌গোপেরা যে ভালরূপ শিরপা প্রাপ্ত হইয়াছিল, যেন এইরূপই মনে হয়। কিরূপ শিরপা জুটিয়াছিল, অসদ্‌গোপেরাই তাহা ভালরূপ অবগত আছে। তবে প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতসমূহ গবেষণার দ্বারা তাহার যে কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারেন না এমন নহে। বাঙ্গালার প্রকৃত ও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সত্যের অনুসন্ধিৎসুর হস্তে আমরা ইহার অনুসন্ধানের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম।

তোমরা তোমাদের দ্বারা প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে একটি মহাভারতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া গোয়ালাদিগকে অন্ত্যজ বর্ণসঙ্কর ও আপনাদিগকে বৈশ্য নামে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছ। সেই শ্লোক এই :—

সহদেবোঽপি গোপানাং কৃত্বা বেশমনুত্তমম্।
ভাষাঞ্চৈব সমাস্থায় বিরাটমুপয়াদথ।”

সহদেব অনুত্তম গোপ বেশ ধারণ পূর্ব্বক গোপভাষাকে আশ্রয় করিয়া বিরাট সদনে উপস্থিত হন।

“সম্প্রাপ্য রাজানমমিত্রতাপনং
ততোঽব্রবীন্মেঘ মহৌঘনিঃস্বনঃ।
বৈশ্যোঽস্মি নাম্নাহমরিষ্টনেমি
গোসঙ্খ্য আসং কুরুপুঙ্গবানাম্।”

মহাভারত।

সহদেব অমিত্রতাপন বিরাটরাজাকে প্রাপ্ত হইয়া গম্ভীর মেঘ মন্দ্রে বলিতে থাকেন, আমি বৈশ্য, আমার নাম অরিষ্টনেমি, আমি কুরুপুঙ্গবদিগের গোসঙ্খ্য অর্থাৎ গোরক্ষক।

তোমাদের ব্যাখ্যা এইরূপ :—

সহদেবের হস্তে শিক্য, বেত্র, বেণু, ছাঁদনী প্রভৃতি অন্যতম গোয়ালার বেশভূষা দেখিয়া বিরাট রাজার মনে সন্দেহ জন্মিয়াছিল, এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই বর্ণসঙ্কর গোপ অর্থাৎ গোয়ালা। তাই সহদেব তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছিলেন, আমি সদ্‌গোপ বৈশ্য।

অর্থাৎ সহদেবের মনের মতলব এই যে, "হে রাজন্! আমাকে গোপালননিরত কুৎসিত গোয়ালার সাজে সজ্জিত দেখিতেছেন বটে, বস্তুতঃ আমি অন্ত্যজ গোয়ালা নহি, আমি যুধিষ্ঠির রাজার গোপরিদর্শনকারী 'সদ্‌গোপ বৈশ্য।'"

উপরি উক্ত ব্যাখ্যায় জন সাধারণের মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মে যে, অসভ্য গোয়লারাই চোনা গোবর মাখিয়া, বেণু বিষাণ বাজাইয়া, ছাঁদনি ও পাঁচুনি হস্তে লইয়া—গোপালনরূপ হেয় কর্ম্ম করে। আর সদগোপেরা বড় বড় রাজরাজড়ার আস্তাবলে বসিয়া দুই একটি গরুর তদারক করে মাত্র। এদিকে আপনাদিগকে নন্দবংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিবার বেশ জমকাল ভাব আছে, অপরদিকে দেখি গোবর চোনার গন্ধে অরুচি, বেণু বিষাণের প্রতি বিমুখতা আর পাঁচুনির প্রতি বিলক্ষণ খেঁচুনিটুকুও আছে।

এইরূপ ভাবাভাবের মিলন বৈষম্য যে স্থলে, সে স্থলে বিশেষজ্ঞকেও অজ্ঞরূপে অবস্থান করা উচিত; তাই বুঝি শাস্ত্রদর্শী বিজ্ঞ অধ্যাপক মহাশয়গণ আজিকার দিনে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ!—এই সব কাণ্ড কারখানা দেখিলে কালের বৈচিত্র্যের কথা কতই না মনে পড়ে!

যদি দ্বাপর যুগে সত্য সত্যই সদ্‌গোপ নামধারী এক প্রকাণ্ড ও প্রসিদ্ধ জাতি থাকিত, যদি সত্য সত্যই "সদ্‌গোপ বৈশ্য" বলিয়া

আপনাকে পরিচয় না দিলে বিরাট রাজার গৃহে অজ্ঞাতবাসের বাস করা সহদেবের পক্ষে দুর্ঘট হইয়া উঠিত, তাহা হইলে সহদেব কেন বলিবেন না,—

বৈশ্যোঽস্মি নাম্নাহমরিষ্টনেমি
সদ্‌গোপ আসন্ কুরু পুঙ্গবানাম্।"

তাহা হইলে একপক্ষে বিরাট রাজা যেমন ছিন্নসংশয় হইতেন, পক্ষান্তরে তোমাদিগের তাল ঠুকিবার জন্য একটা প্রকাণ্ড নজীর-রূপ তালবৃক্ষ কলির শেষদিন পর্য্যন্ত অভগ্ন, অজীর্ণ ও অক্ষয় হইয়া থাকিত।

প্রকৃত কথা এই :—

বিরাটপর্ব্ব—দশম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, সহদেব অত্যুত্তম গোপবেশ ধারণ করিয়া ও তাহাদের ভাষা অভ্যাস করিয়া বিরাটের নিকট গমন করিলেন,— তিনি রাজভবন সমীপবর্ত্তী গোষ্ঠে দণ্ডায়মান ছিলেন—এমন সময়ে রাজা তাঁহাকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। অনন্তর বিরাটরাজা সমাগত কুরুনন্দনকে রাজপুত্র বিবেচনায় সমুচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন "তাত! আমি পূর্ব্বে তোমাকে কখনও দেখি নাই, তুমি কাহার পুত্র, কোথা হইতে আগমন করিলে এবং তোমার অভিপ্রায় বা কিরূপ সমস্ত যথাযথ বর্ণনা কর।"

তখন সহদেব বলিলেন—"বৈশ্যোঽস্মি" ইত্যাদি

বিরাট রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে অমিত্র কর্ষণ! তুমি যথার্থ-রূপ আত্মপরিচয় প্রদান কর। তোমার আকৃতি দর্শনে স্পষ্ট প্রতীতি

হইতেছে তুমি ব্রাহ্মণ অথবা আসমুদ্র ক্ষিতীশ হইবে। বৈশ্যের কর্ম্ম করা তোমার উচিত হয় না।

এখন ভাবিয়া দেখ, "অনুত্তম গোপবেশ" বলিতে কি গোয়ালা-দিগের সাজসজ্জাকে ঘৃণিত বলিয়া বুঝিতে হইবে? তাহা নয়!—"রাজপুত্রের পক্ষে গোপবেশ অনুত্তম" এই অর্থে উহা ব্যবহৃত হইয়াছে! সহদেব কোথায় রাজপুত্রের পরিচ্ছদে পরিশোভিত হইবেন, না গোপবেশ ধারণ করিলেন, তাহার পক্ষে—শুধু তাঁহার পক্ষে কেন—সমগ্র জগতের নেত্রে উহা অনুত্তম নহে?—নচেৎ "অনুত্তম গোপবেশ" ইহার অর্থ বর্ণসঙ্কর গোপবেশ বুঝিতে হইবে এমন নহে!—যদি বিষাণ বেণু পাঁচুনি ছাঁদুনিকে অনুত্তম গোপবেশ বলা হয় তাহা হইলে সহদেব উক্ত বেশ ধারণ করিয়া আপনাকে গোপবৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতেন না। বিরাট রাজার রাজত্বকালেই বৃন্দাবন মথুরার গোয়ালাজাতির গৌরব সর্ব্বত্র পরি-কীর্ত্তিত হইত, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম পাঁচুনি, বেণু ও বিষাণ লইয়া গোচারণ করিতে দূরবনে গমন করিয়াছিলেন একথা তখন কে না জানিত?

বিরাট রাজা সহদেবকে গোপসাজে সজ্জিত দেখিয়াও মনে করিতে পারেন নাই এই ব্যক্তি গোপ! সহদেব গোপবৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিলে রাজা তাহাতেও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই! সেই জন্য তিনি বলিয়াছিলেন, তুমি ব্রাহ্মণ না আসমুদ্র ক্ষিতীশ? সদ্‌গোপ কি অন্ত্যজ গোপ, এইরূপ ভাবে তাহার মনে কোনও সন্দেহ আসে নাই, আসিবে বা কেন; তিনি প্রথম দর্শনে সহদেবকে ছদ্মবেশী রাজপুত্রই ভাবিয়াছিলেন।

বিরাটরাজাও সহদেবের কথায় "গোরক্ষক" বৈশ্য বলিয়া

জানিতে পারা যায়। কিন্তু সদ্‌গোপ যে বৈশ্য ইহা কোনও মতে জানিতে পারা যায় না। কৃষিকার্য্যের জন্য গোরক্ষা করা, আর দধি দুগ্ধ ঘৃতের ব্যবসায়ের জন্য গোরক্ষা করা, দুই স্বতন্ত্র। সহদেব বেশ ও বাক্যে নিজে দধিদুগ্ধ ব্যবসায়ী গোরক্ষক বলিয়াই পরিচিত হন। এই হেতুবাদ প্রদর্শন দ্বারা সহজে প্রমাণ করা হইতেছে যে, —বিরাটরাজভবনে সহদেবের পরিচয়টুকু কেবলমাত্র গোয়ালাদিগের বৈশ্যত্ব প্রতিপাদনের পক্ষে পরম সহায়। (সহদেবের উক্তিতে যে "গোসঙ্খ্য" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা অমরকোষে বৈশ্যবর্গে বল্লবের প্রতিশব্দরূপে লিখিত আছে।)

তোমরা গোয়ালা নও, অথচ সদ্‌গোপ, নন্দবংশের কোনও লক্ষণ তোমাদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না অথচ তোমরা নন্দবংশ সমুদ্ভূত! ইহা একটী বিচিত্র রহস্যপূর্ণ ঘটনা। "প্রায়ো গোবৃত্তয়ো" ইত্যাদি বৈশ্যের লক্ষণ তোমাদের মধ্যে কই?

পশুপালন তোমাদের মধ্যে আছে কি?—

যুগের পর যুগ চলিয়া গিয়াছে, শতাব্দীর পর কত শত শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, গোয়ালারা শ্রীভগবানের কথিত—অনুরূপ স্থানে স্থানে আজিও গোবর্দ্ধন পূজা করিয়া থাকে, আজিও নবপরিণীতা গোপকন্যা পাকস্পর্শের দিনে আত্মীয় কুটুম্বাদির নিকট "আমি গোকুলবাসী গোপের কুমারী" বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়, না দিলে সে কন্যার স্পৃষ্ট অন্ন জল গোপজাতির মধ্যে কেহই ব্যবহার করিতে পারেন না। সমাজে গোয়ালাজাতির পূর্ব্বসম্মান লুপ্তপ্রায়, কিন্তু জাতীয়তার বিলোপসাধন হয় নাই! গোয়ালারা ভগবানের এইটুকু অযাচিত কৃপা কণা প্রাপ্তিতেও সুখী, তাই সমস্ত লাঞ্ছনা,—সমস্ত বিপদ,—চরণে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া ভগবানের কর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত

আছে। ইহারা জানে কেহই কর্ত্তা নহে, শ্রীভগবানই কর্ত্তা। কর্ত্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গমন করিবার ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক মানব কেই প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়! এ বিশ্বাস ভালই বল, মন্দই বল ইহাদের আছে এবং থাকিবে। ইহারা এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবে, লীলাময় শ্রীহরির যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হে প্রিয়তম বল্লবগোপজাতি! কি ছিলে? কোথায় নামিয়া পড়িলে? ছিলে উচ্চ পর্ব্বতের উপরিভাগে. নামিলে ভূগর্ভে! এই-খানে এমন আঁধার যে, নিজের বিশাল বপুখানি দেখিতে পাইতেছ না! মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও মরণের পথ বাহিয়া কোথায় চলিয়া যাই-তেছ? যে দিকে চলিতেছ, আঁধারের পর আঁধার, তাহার পর অনন্ত আঁধার,—তাহার মধ্যে আপনার দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ করিয়া আছ! অনেক জাতিকে মরিতে দেখিয়াছি, এমন করিয়া কি মরিতে হয়? এখনও ফিরিয়া আইস, এখনও মৃত্যুপথ পরিত্যাগ কর, ফিরিয়া আসিলে—আঁধাররাশি ভেদ করিয়া ফিরিয়া আসিলে—জীবনদান পাইবার জন্য ফিরিয়া আসিলে—আবার উচ্চস্থানে উঠিতে পারিবে, আবার দেখিবে নূতন সূর্য্যের আলোক উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ, আবার জানিতে পারিবে শরীরের উপর দিয়া মুক্ত বাতাস বহিয়া যাইতেছে। তাই বলি ফিরিয়া আইস! মরিতে হয় মরার মতন মরিবে। মানব আত্মহত্যা করে কেন? যন্ত্রণার হাত এড়াইবার জন্য! এই যে আপনাকে হত্যা করিতেছ কোন্ সুখে? মরণে সুখ থাকিলে নয় মরিতে, দুঃখ হইত না! কিন্তু এ মরণেত সুখ নাই। মরিতে কতক্ষণ লাগে, ইচ্ছা করিলেই ত মানুষ মরিতে পারে, তবে কেন একবার বাঁচিয়া দেখ না! সকল জাতিই বাঁচিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম, অসীম যত্ন, দৃঢ় অধ্যবসায় প্রকাশ করিতেছে; মরিতে মরিতে কত জাতি আবার সাড়া দিয়া উঠিতেছে! হায় সক-

লেই বাঁচিবে, আর তুমি মাত্র মরিবে? অন্ততঃ সে জন্যত বাঁচিতে যত্ন করা উচিত।

জানিও আত্মহত্যা মহাপাপ! এ মহা পাপ সঞ্চয় করিতে যাইবে কেন? যাহাতে পুণ্য বাড়ে তাই কেন কর’না!—বাঁচিতে চেষ্টা করাও পুণ্য, বাঁচিলে আর পুণ্যের সীমা পরিসীমা থাকিবে না।

দেখ, যে মরিতে যায়, ভগবান তাহার উপরে রুষ্ট হন, আর যে বাঁচিতে চায় ভগবান তাঁহাকে বাঁচিবার জন্য প্রভূত বল প্রদান করেন। ভগবানের এই অনুগ্রহে জগতে কত জাতি বাঁচিয়া উঠিয়াছে, যদি দেখিবার শক্তি থাকে চক্ষু মেলিয়া প্রাণ ভরিয়া দর্শন কর।

রাখিতে হয় তিনি রাখিবেন, মারিতে হয় তিনি নয় মারিবেন। তুমি কেন মরিতে যাও?—ভগবানের উপরে কর্ত্তৃত্ব চালাইতে চাও না কি? উহাতেই ত ভগবানের কৃপা পাইতে বঞ্চিত হইতেছ।

‘যদি ভগবান আত্মহত্যাকারীর উপরে অসন্তুষ্ট হন তবে তিনি কেন বাঁচাইয়া রাখুন না।’—একথা তুমি বলিতে পার না! কেন না ভগবানের প্রতি তোমার আত্মনির্ভরতা কই?—শুধু বাঁচাইয়া রাখিবার বেলায় ভগবান, অন্য কার্য্যের বেলায় তুমি, এই-রূপ ভাবিলে তিনি কি তোমার সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে পারেন? চোর চুরি করিল, আর জেল খাটিবার সময় “ভগবান আমাকে রক্ষা করুন” বলিলে কি ভগবান রক্ষা করিবেন?—তবে এইটুকু স্থির জানিও, যে যেরূপ কর্ম্ম করে, সে সেইরূপ ফললাভ করে। ভগবানকে লাভ করিবার জন্য কর্ম্ম করিলে ভগবান আপনার হন, যখন তখন ডাকিলে তিনি ডাক শোনেন এবং কথা রাখেন।

তাহা হইলে তোমাকে এমন কর্ম্ম করিতে হইবে, যে কর্ম্মে বাঁচিয়া উঠিয়া ভগবানকে আপনার ধন করিতে পার।—একদিন "হা কৃষ্ণ" ডাকিয়া কৃষ্ণকে পাইতে!—একদিন "হা কৃষ্ণ দাবানলে প্রাণ যায় রক্ষা কর" এই ভাবে ডাকাতেই শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া দাবানল নির্ব্বাণ করেন। সেইরূপ সাধনা, সেইরূপ বিশ্বাস তোমার কোথায়?

তাই বলি একবার ফিরিয়া আইস! শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ লাভ করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার আশায় আর একবার সাধনায় প্রাণপাত কর। যদি মরিতেই হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের পায়ে আত্মসমর্পণ করিয়া মরা কি ভাল নয়?—সেভাব,—যেভাব একদিন তোমারই নিজস্ব ছিল আর কাহারও ছিল না, সেইভাব আবার জাগাইতে হইবে, তাই বলি মৃত্যুপথ হইতে ফিরিয়া আইস।

এখনও সময় আছে, এখনও ফিরিলে ফিরিতে পাইবে, ইহার পর আর ফিরিবার উপায় থাকিবে না, মরিবে,—নিশ্চয়ই মরিবে।

শরীর যুড়িয়া অবসাদ অলসতা আসিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও বলকর ঔষধ ব্যবহার করিলে সবই সারিয়া যাইতে পারে। সে ঔষধ কি,—উচ্চ শিক্ষা লাভ, আর যদি কোনও কুব্যবহার থাকে তাহা দূর করা!—

তুমি ভাবিতেছ, সমাজে পতিত ঘৃণিত হইয়া থাকাই তোমার অদৃষ্টের ইঙ্গিত, ফলতঃ তাহা নহে!—পরপদাঘাত সহ্য করা তোমার অদৃষ্টের বিধান বটে, কিন্তু অখণ্ড নহে! অব্যবহার্য্য অস্ত্রে মরিচা ধরে বটে, কিন্তু তাহা আবার মাজিয়া ঘষিয়া সুশাণিত করিয়া লইলেও চলে! যদি কোন ময়লা দেখিতে পাও, তৎক্ষণাৎ তাহা আপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবে! শুধু অদৃষ্টের দোহাই দিলে চলিবে না।

যে জাতি একদিন উন্নত ছিল, কালের গতিতে আর একদিন তাহাকে অবনত হইতে দেখা গিয়াছে। কালের গতি যখন উন্নতকে অবনত করিতে পারে, তখন অবনতকে কেন উন্নত করিতে পারিবে না? তোমার উন্নত মস্তক ছিল, পরিবর্ত্তনশীল কালই তাহার মূল, আবার এই কালই তোমাকে উন্নত মস্তক করিয়া তুলিবে! নিরাশ হও কেন? অপরের রক্ত চক্ষুতে ভীত বা চমকিত হও কেন? চিরদিন দলিত মথিত হইবার জন্য অনন্ত নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িতে যাও কেন? জাগ!—নিজ দুর্দ্দশা দর্শন কর। জাগ!—চক্ষু মেলিয়া চাও! কোন্ পথে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে, তৃষিত নেত্রে দর্শন কর! জাগ! অবসাদ শয্যাকে পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ কর। জাগ! শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে রুদ্ধপ্রায় রক্তস্রোত বৈদ্যুতিক বলে নাচিয়া উঠুক! বৃন্দাবন মথুরা, হরিদ্বার, এলাহাবাদ বা প্রয়াগ, বিন্ধ্যাচল, অযোধ্যা, কাশী, গয়া, বৈদ্যনাথ, শ্রীক্ষেত্র—কোথায় না তুমি পবিত্র পুণ্যময় ভাবে পূজিত না হইতেছ? প্রভু তারকনাথ ও প্রভু বৈদ্যনাথ অগ্রে যথাক্রমে মুকুন্দ ও বৈজু গোয়ালার পূজা না হইলে আপনারা কাহারও পূজা গ্রহণ করেন না। তবে তোমার তুলনা কোথায়? তুমি কেন দিন দিন হীন হইতে যাইবে?—তোমার তুলনা একমাত্র তোমাতে সম্ভবে না কি?—তুমি জাতিতে বৈশ্য, মানব মঙ্গল কামনায় সুধাভাণ্ডবাহী, পবিত্রতায় পাবকতুল্য, বাহুযুগলে ক্ষাত্রবীর্য্য সম্পন্ন, সরলতায় অম্লান পুষ্পবিশেষ, সুশীলতায় চন্দ্রমা ও সহিষ্ণুতায় বসুন্ধরাবৎ; তুমি আবার কাহার কাছে হীন হইতে যাইবে? শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ঐশ্বরিকত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাসী ব্যক্তিদিগের কথা ছাড়িয়া দিলেও যাঁহারা প্রাচীন প্রামাণিক ইতিবৃত্তগুলির মূল্য

আছে বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা কখনও তোমাকে ঘৃণিত জাতি বলিয়া মনে করিতে পারেন না। তাঁহারা তোমাকে প্রাচীন পবিত্র বৈশ্যবোধে অর্ঘ্য অর্পণ করিতে ইতস্ততঃ করেন না, করিতেও পারেন না। তবে তোমার ভয় কি, ভাবনা কি?—

তোমার উন্নতি একদিন তোমার করতলগত ছিল, কালের অতলগর্ভে হারাইয়া ফেলিয়াছ, নিজশক্তিতে সমুদ্র মন্থন কর; ভগবান সহায় হইবেন, আবার তুমি হারাণ রত্ন লাভ করিতে পারিবে!

দেখ, দেখ, তোমার চক্ষুর সমীপে কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হইয়া আছে! আর কতদিন —চির নিদ্রায় অভিভূত হইবার জন্য ঘুমাইবে? জাগ, উঠ, আবার নিজস্থানে ফিরিয়া দণ্ডায়মান হও। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে চেষ্টা কর।

তুমি জানিও, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের পথ সুগম নহে, তোমার পদতলে কত কণ্টক বিদ্ধ হইবে ভ্রুক্ষেপও করিও না! ভীষণ ঝড় ধরণীর ধূলি রাশি উড়াইয়া তোমার দৃষ্টিপথে নিক্ষিপ্ত করিতে চেষ্টা করিবে,—তুমি হস্ত দুইখানি প্রসারিত করিয়া সেই ধূলি-রাশি অপসারিত করিয়া দিবে!—তোমার সম্মুখে সতত শত সহস্র রূপ বিভীষিকা উপস্থিত হইয়া তাথই তাণ্ডবে নৃত্য করিতে থাকিবে—উচ্চে খল্ খল্ বিকট হাঁসি হাঁসিতে থাকিবে, দেখিও যেন ভয় পাইও না! ঐ সকলকে তুচ্ছ বলিয়া উপেক্ষা করিবে।

পুরাকালের মুনি ঋষিরা যজ্ঞ করিতেন, দানব রাক্ষস, তাহাদের বোধন কলস ভাঙ্গিয়া দিত! কই যজ্ঞ কার্য্য ত অসম্পূর্ণ থাকিত না। যাহারা একমনে সমবেত শক্তিতে কার্য্য আরম্ভ করে ভগবান তাহাদিগকে তদুপযোগিনী শক্তি প্রদান করিতে বিস্মৃত হন না।

সকল জাতিই আপন আপন কর্ম্মক্ষেত্র পানে প্রধাবিত হইতেছে। দুর্ব্বলতা অবসাদ লইয়া কেহ বা মৃত্যুপথে ছুটিয়া চলিতেছে!—কেহবা গভীর নিদ্রায় অবসন্নদেহ হইয়া ঘুমাইতেছে! তুমিই পশ্চাতে পড়িয়া রহিবে?—তোমার মধ্যে ভগবানের কৃপা-কটাক্ষ ছিল; বৈদিকযুগে তোমারই বংশরত্ন কান্তকুব্জেশ্বর ঋষিগণের ঔরসে তদীয় মহিষীর গর্ভে দেবর্ষি নারদের জন্ম, আদ্যাশক্তি ভগবতী কন্যারূপে তোমাতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গায়ত্রী তোমারই কন্যা, ধন্যা, ত্রিজগত মান্যা; আসমুদ্র হিমাচল তোমারই গুণগানে মুখরিত হইত; গর্গ, কণ্ব প্রভৃতি তপস্বিগণ তোমারই গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন, তুমিই পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে?

"আগে যাও কেন পিছে,
পিছে পড়ি থাকা মিছে"

এই মহা বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন কর!

যে শুভ মুহূর্ত্ত—শুভ অবসর তোমাদিগের জন্য আসিয়া আবার চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, শত সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা বিনিময় স্বরূপ প্রদান করিতে চাহিলে আর কি তাহার তিলবিন্দুও ফিরিয়া পাইবে? যে শুভ সময় পাইয়াছ, হেলায় হারাইও না! তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার কর! এই মঙ্গলমুহূর্ত্তে নিজের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাক।

কর্ম্ম কর।—কর্ম্মই জীবনের চরম লক্ষ্য, কর্ম্মই সাধনা, কর্ম্মই সাধ্য দেবতা, কর্ম্মই সিদ্ধিরূপী! কর্ম্মের ফলাফল জীবনের উপর ফলিয়া থাকে। বারণ করিতে কে পারে? যেই পবিত্র মহৎ কর্ম্মে—

নিজ দুর্ব্বলতা দূরীভূত হয়, বিনষ্ট সম্মান পুনঃপ্রাপ্তি ঘটে, তোমার সন্তানগণ প্রকৃত মানুষের মত হইয়া দাঁড়ায়, সেইরূপ কর্ম্ম কর। দেখ সমীরণ ধীরে দ্রুতবেগে সঞ্চারিত হইয়া, নদী স্রোতঃ পথে প্রবাহিত হইয়া, ষড়ঋতু পর্য্যায়ক্রমে ধরণীর বক্ষে আবির্ভূত হইয়া, সূর্য্য চন্দ্র দিবানিশি কিরণধারা ঢালিয়া; মাতা নিঃস্বার্থপরতায় সন্তান-মুখে স্তন্যসুধা ঢালিয়া ভগবানের নিদেশমতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন। ভগবানের আদেশমতে তোমার কর্ম্ম তুমিই কর।—কর্ত্তব্য ভাবিয়া কর্ম্ম কর, ফলাকাজ্ক্ষা করিও না। আর কর্ম্মের ফল,—যাঁহার আদেশ অনুসারে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবে তাঁহাকে অর্পণ করিও।—'কর্ম্মে অনাসক্ত ভাব,' এরূপ অবস্থায় কর্ম্ম করিলে সিদ্ধিলাভ না হইলেও কোনও মনঃকষ্ট প্রাপ্তির কারণ আসিয়া উপস্থিত হইবে না। কর্ম্মে অনাসক্ত ভাব আসিলে কর্ম্ম আর থাকিবে না।

হে প্রিয় বল্লবগণ!

মহারাজ নন্দ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার বাল্য সহচরবৃন্দ, যে গাভী রক্ষার জন্য নির্ম্মুক্ত প্রান্তরে শ্বাপদ-শঙ্কুল-গহন-বনে অত্যাচরীগণের হস্তে পুনঃ পুনঃ পতিত হইয়াও গোপালন ধর্ম্ম পরি-ত্যাগ করেন নাই, তোমরা সেই গাভী রক্ষার জন্য সকল বাধা বিপত্তিকে তুচ্ছ বলিয়া মনে করিবে। গাভীদিগের শরীরে তেত্রিশ কোটি দেবতা বাস করিতেছেন। গর্ভধারিণী জননীর স্তন্য আর গাভীর দুগ্ধ শৈশবজীবনে তোমাদের জীবনধারণের উপায় ছিল, অতএব গাভী মাতৃরূপিণী; মাতাকে যেমনভাবে পালন করিতেছ গাভীকে সেই ভাবে পালন করিতে বিস্মৃত হইও না। কুপুত্র হইয়া গাভীমাতার দুগ্ধকে কলুষিত করিও না। গাভী

পালন করিলে তেত্রিশ কোটী দেবতা, আর সেই দেবতার দেবতা তোমাদের পরম দেবতা শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে স্নেহাশীষ প্রদান করিবেন। সেই স্নেহাশীষ তোমাদের শরীরে ও মনে কবচ স্বরূপ হইয়া থাকিবে। মনে কোনওরূপ তাপ, পাপ, শরীরে কোনও ব্যাধি প্রবেশ করিতে পারিবে না। আর তোমাদিগের জাতীয় জীবনে কোনও বিপদ আসিয়া ঘিরিয়া বসিলে বিপদবারণ মধুস্থদন স্বহস্তে সেই বিপদ ভয় বারণ করিয়া দিবেন।

গোদল দ্বারা ভারতে যত উপকার সাধিত হইতেছে অন্য কোন পশু দ্বারা কি তত উপকার সম্পন্ন হইতেছে?—তোমরা জীবনে এক মাত্র গোপালন করিয়া অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারিবে। যাহারা গো সেবা করিতে কুণ্ঠিত, শ্রদ্ধা শূন্য, নিশ্চয়ই তাহারা গোপ কুলকলঙ্ক!—কলিকাতায় এক শ্রেণীর নীচ গোয়ালা আছে তাহারা ভগবতী রূপিণী গাভীকে নির্য্যাতনা প্রদান করে, তাহাদের সহিত তোমাদের কোনও সম্পর্ক নাই, তোমরা যে দেব বল্লব পর্য্যায় ভুক্ত,—গোপালনই যে তোমাদের জাতীয় ধর্ম্ম!

যাহারা রক্ষার ব্যপদেশে গাভীদিগকে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নির্য্যাতিত করে তাহারা শুধু কি তোমাদের শত্রু?—না, সমগ্র স্বদেশের শত্রু?—তাহাদের নিকট হইতে দূরে দূরে অবস্থান করিবে, তাহাদের ছায়া স্পর্শ করিলেও পাপ! আর যাহারা বৃদ্ধ রুগ্ন শরীর গাভী বা বলদ দ্বারা বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত কৃষি-ক্ষেত্রের কর্ষণ করিয়া থাকে, তাহাদেরও ছায়া স্পর্শ করিও না!

তোমাদের জাতীয় চরিত্রে এমন এক উদারতা, ব্যবহারে এমন এক মধুরতা ছিল, তাহা লেখনীতে প্রকাশ করা অসম্ভব! ভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া সাধ করিয়া অতীতগৌরব স্বরূপ গোপগণের

সহিত সখ্যসূত্রে বিজড়িত হইয়াছিলেন? তোমাদের সেই সমুজ্জ্বল গৌরবদীপ নির্ব্বাপিত! শুধু মাত্র অতীত-স্মৃতি গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ক্ষীণরশ্মি বিতরণ করিতেছে, ব্রজ-গোপ গোপীর শোণিত বিন্দু আজিও তোমাদের শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে বহিয়া যাইতেছে! যে শোণিত আজি কলুষিত করিতেছ, যে শোণিত আজি শুষ্ক করিয়া তুলিতেছ, সে শোণিতের মর্য্যাদা রক্ষা কর!—সেই সূর্য্য, সেই চন্দ্র, সেই তারা, ভারত গগনে কিরণ ধারা ঢালিতেছে, সেই নীল নির্ম্মল যমুনার জল উছলিয়া উছলিয়া চলিতেছে; সেই তমাল তাল কদম্ব সরলশাল-শোভিত বনরাজী কালিন্দীর সৈকত-পুলিনে শোভা বিস্তার করিতেছে;—সেই ভারতমাতা সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা; শুধু তোমরা অতীত গৌরব বিস্মৃত হইয়া পূর্ব্বপুরুষগণের পদাঙ্কিত পথ পরিত্যাগ করিয়া হীন হইতে হীনতর পরিশেষে হীনতম অবস্থায় পতিত হইতে ধাবিত হইবে?

এই যে আন্দোলন আলোচনা, ইহার মূলে ঈশ্বর আছেন! নতুবা আমরা কেন নূতন ভাবে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিব? কি যেন কিসের প্রেরণা আসিয়াছে, আমরা যেন সাদরে তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়াছি।

তোমরা আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হও; "আমরা কি করিতে পারি, আমাদের কার্য্য করিবার শক্তি কই" এইরূপ চিন্তা করা দুর্ব্বল ও কাপুরুষের লক্ষণ! আত্মপ্রত্যয়ী না হইলে কেহ কোন কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পারে না। যাহাতে আপনাদের মধ্যে আত্ম-বিশ্বাস সুদৃঢ় হয় তাহার উপায় অবধারিত কর।

ভিত্তি যদি দৃঢ় না হয় তাহা হইলে বাসগৃহ শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া পড়ে!—অদৃঢ় অধর্ম্ম ভিত্তিতে জাতীয় জীবন দাঁড় করাইবার চেষ্টা

করা মিথ্যা। ছ'দিন পরে আপনি ভাঙ্গিয়া পড়িবে! যাহাতে সুদৃঢ় ধর্ম্মের ভিত্তিতে জাতীয় জীবন স্থাপিত হয় তাহাই করিতে হইবে, তাহাই কর।

বর্ত্তমান সময়ে কোন্ পথে উন্নতি, অন্ততঃ উন্নতি লাভের সোপান, একবার চিন্তা করিয়া দেখ!—কত নিম্নস্তরে অবস্থিত জাতি উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিয়াছে। কিসে, জান কি? অধুনাতন কালে ইংরাজী শিক্ষা ব্যতীত কোন্ কার্য্যটী সুসিদ্ধ হয়? রাজনীতি শিক্ষা করিতে হইলে ইংরাজী ভাষার আশ্রয় লইতে হয়! গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন নিবেদন জানাইতে হইলে ইংরাজী আবশ্যক।

কোনও ব্যাপারে আত্মপক্ষ সমর্থনকরিতে ইংরাজী ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কোনও বিষয়ে আন্দোলন ও আলোচনা করিতে হইলে সম্যক্ ইংরাজী জ্ঞান থাকা আবশ্যক!—যে সমাজে বি. এ. এম. এ. বি. এল. প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিক্রিধারীগণের সংখ্যা যত অধিক, সে সমাজ সর্ব্বাংশে তত উন্নত!—তোমরা যদি বহুল পরিমাণে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ প্রশংসাপত্র পাইতে, এত দিন কোন্ কালে তোমাদের অবস্থা উন্নত হইত, এবং বঙ্গদেশে তোমরা একটি প্রবল বলশালী জাতি বলিয়া গণ্য হইতে!—তোমাদিগকে কেহই ঘৃণাক্ষরে ঘৃণা করিতে পারিত না।—ত্রেতায় মন্ত্রশক্তিবলে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, কলিতে নিম্নজাতি বিদ্যাবলে বা সমবেত শক্তিতে উচ্চ জাতি হইতে পারে।— চোকের উপরে শত শত দৃষ্টান্ত পড়িয়া আছে, দেখিয়া লও।

পলাশী যুদ্ধের পর ইংরাজ জাতির সহিত বাঙ্গালী জাতির শুভ সম্বন্ধ সূচিত হয়, তাহা অশেষ মঙ্গলজনক! তদনন্তর ক্রমশঃ

ইংরাজ জাতির শিক্ষায়, আদর্শে, ন্যায়পরতায় ও প্রজারঞ্জকতা প্রভৃতি গুণে বাঙ্গালী জাতি মুগ্ধ হইয়া সে সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য করিয়া তুলিয়াছে।—বলিতে কি, প্রথমেই বাঙ্গালী হিন্দুজাতি বৈদেশিক মনে না করিয়া ইংরাজ জাতির পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিল, তাই অন্যান্য জাতির অপেক্ষা আজি বিদ্যাবলে গরিয়ান হইয়া উঠিয়াছে। যদি বাঙ্গালী হিন্দুজাতি ইংরাজ জাতির সংস্পর্শে থাকিয়াও ইংরাজী বিদ্যার অনুশীলন না করিত, তাহা হইলে আজি এত সুসভ্য ও সুশিক্ষিত হইতে পারিত না!—ইংরাজরাজত্বে আমাদের দেশে যত গুলি উপকার ঘটিয়াছে, "উচ্চ অঙ্গের ইংরাজী শিক্ষালাভ" তাহার মধ্যে একটি!

(১) এই হেতু উচ্চশিক্ষার প্রসারের জন্য প্রাণপাত করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্য স্থানে স্থানে হাই স্কুল, তৎসংসৃষ্ট ছাত্রাবাস স্থাপিত করিতে হইবে।

(২) এই উদ্দেশ্যে ও অন্যান্য নানা উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য তোমাদের জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক।

এই ধনভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহ করিতে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিতে হইবে।—

(ক) অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগকে সঙ্গতি অনুযায়ী এককালীন নগদ অর্থ, না হয় ভূ-সম্পত্তি দান করিতে হইবে।

(খ) যাহারা এককালীন সামান্য কিছু দান করিবেন, তাহা-দিগকেও সামর্থ্যমতে মাসিক কিছু কিছু চাঁদার টাকা ও ধনভাণ্ডারে দান করিতে হইবে।

(গ) বিবাহ শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে ব্যয়ের ভাগ যথাসম্ভব কম করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ জাতীয় ধন ভাণ্ডারে দান করিতে হইবে।

(ঘ) যদি কিছু উদ্বৃত্ত না থাকে সে জন্য সে মাসের চাঁদার টাকা সঙ্গতমতে বাড়াইয়া দিতে হইবে।

(ঙ) যদি কোনও সম্পত্তিশালিনী পতিপুত্রহীনা বিধবা সম্পত্তি রাখিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হন, তবে তাহার শ্রাদ্ধাদির পর সম্পত্তির কিয়দংশ শ্রাদ্ধাধিকারীকে দিয়া অবশিষ্ট সম্পত্তি ধন-ভাণ্ডারের জন্য রাখিয়া দিতে হইবে।

(চ) সামাজিক সম্মানের টাকাও ধনভাণ্ডারে রক্ষিত হইবে। এইরূপ অন্যান্য।

(৩) এইরূপ বৃহৎ জাতীয় ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য একটি প্রাদেশিক সমিতি তাহার অধীন জেলা সমিতি এবং তাহার অধীন পল্লিসমিতি স্থাপিত করিতে হইবে। বড় ও ছোট ঐ সকল সমিতির সম্পাদক ও সদস্য প্রভৃতি সকলেই অত্যন্ত বিশ্বাসী ও কার্য্যনিপুণ হইবেন। পল্লি-সমিতির টাকা জেলা সমিতিতে এবং জেলা সমিতির টাকা প্রাদেশিক সমিতিতে আনিয়া দিতে হইবে। বৃহৎ জাতীয় ধনভাণ্ডার এই প্রাদেশিক সমিতির অধীন থাকিবে। সেখান হইতে সমস্ত টাকা জাতীয় উন্নতির জন্য ব্যয়িত হইবে।

(৪) এই সূত্রে যাহাতে দলাদলির সৃষ্টি না হয়, তজ্জন্য কঠোর সামাজিক শাননবিধি প্রণয়ন করা আবশ্যক হইবে। সেই শাসনবিধির পরিচালনের ভার, বঙ্গের গোপজাতির মধ্যে কয়েকজন গণ্য মান্য শিক্ষিত ব্যক্তির হস্তে অর্পিত থাকিবে।

(৫) সংস্কৃত শিক্ষার বহুল প্রসার কল্পে স্থানে স্থানে চতুষ্পাঠী স্থাপিত করিতে হইবে। সংস্কৃত শিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ ও গোপবালক-বর্গকে আহার ও বাসস্থান যোগাইয়া বিদ্যা শিখাইতে হইবে। উচ্চ-শিক্ষা যেমন বর্ত্তমান ভারতের উন্নতির এক উপায়, সংস্কৃতশিক্ষাও

অন্যবিধ উৎকৃষ্ট উপায়, তদ্বিষয়ে কাহারও কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। প্রাচীন অদ্ভুতকর্ম্মা আর্য্য মুনি ঋষি প্রণীত বেদ, বেদান্ত, দর্শন, ন্যায় সাংখ্য, সংহিতা, তন্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি যে সকল রত্ন বৈদেশিক বিদ্বদ্বৃন্দ কণ্ঠহার করিয়া রাখিয়াছে, যদি তাহার শিক্ষা না হইল, তবে এই গোপ জাতির মরণই শ্রেয়স্কর না হইবে কেন?

হিন্দুর ভাগ্য, জন্মান্তর রহস্য, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের মর্ম্ম, কর্ম্মের ফলাফল, সাধনা ও মুক্তি কি, তাহা জানিবার জন্য ঔৎসুক্য জন্মিলে তন্নিবারণের উপায় একমাত্র সংস্কৃত বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা। ব্রাহ্মণ সমাজ যদি অশিক্ষায় বা কুশিক্ষায় ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট হইয়া যায়, তবে তোমাদের প্রকৃত উন্নতি কখনই হইবে না। এজন্য সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপন করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

(৬) জাতীয় অভাব অভিযোগের বিষয় মহামান্য গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরকে জানাইতে হইবে। এবং বৈধভাবে জাতীয় আন্দোলন জাগাইয়া রাখিতে হইবে। আবার জাতীয় সংবাদপত্র বিনা কোনও জাতির বিকাশ হওয়া অসম্ভব। এই সকল পরিচালানার্থ বিপুল অর্থের আবশ্যক, সুতরাং প্রত্যেক গোপকেই ধনভাণ্ডার পুষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

(৭) সমাজে যদি কোনও কুসংস্কার ও কু-প্রথা থাকে তবে তাহা সমূলে নির্ম্মূল করিতে হইবে। কুপ্রথা ও কুসংস্কার জাতীয় জীবন-কুসুমে কীট স্বরূপ।

(৭) কোনও জাতিকে ঘৃণা বা বিদ্বেষচক্ষে দর্শন করিও না, কারণ সকলই শ্রীকৃষ্ণের জীব, অব্যক্ত চৈতন্য মূর্ত্তিতে ভগবান সর্ব্বজীবে বিরাজমান আছেন। জীবকে ঘৃণা করিলে সেই শিবময় শ্রীকৃষ্ণকে ঘৃণা করা হইবে। সদ্‌গোপ জাতি তোমাদিগকে যাহাই

বলুক, তোমরা কখনও কোনও বিরুদ্ধাচরণ করিও না। সদ্‌গোপ-গণকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে ভুলিও না। সকল জাতির সহানুভূতি মুমূর্ষু জাতীয় জীবনের অমৃত, মনে রাখিও।

(৯) জাতির মধ্যে একতা—এক প্রাণতার স্রোত বহিতে দিও। দেখ, বিন্দু বিন্দু জলে মহাসাগর। সামান্য তৃণে কিছুই হয় না বটে কিন্তু কতকগুলি তৃণ দ্বারা রজ্জু প্রস্তুত করিলে তদ্দ্বারা মত্ত হস্তীকেও বাঁধিতে পারা যায়! একতার শক্তি কত, তোমরা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধিকর। তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি সম্মিলিত হইলে তোমরাও অসাধ্য সাধন করিতে পার। দেখিও, সাবধান হইও, যেন সম্মিলিত শক্তির প্রয়োগ নীতি সঙ্গত হয়। ভ্রমক্রমেও যেন শক্তির অপ্রয়োগ করা না হয়।

আর একপ্রাণতা—উহাতে এক হৃদয় আর এক হৃদয়ে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়। তখন দ্বেষ থাকে না, হিংসা থাকে না, ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যায়। প্রাণ এক হইলে উদ্দেশ্য এক না হইয়া থাকে না। হায়! কবে তোমরা একতাবদ্ধ ও এক প্রাণ হইয়া উঠিবে?

(১০) বৈধভাবে যাহাতে জাতীয় উন্নতি করিতে পার তাহার জন্য শক্তি সঞ্চয় করিতে থাক।

(১১) প্রত্যেক ব্যক্তি আপন পুত্রদিগকে স্কুল কলেজে শিক্ষার্থ পাঠাইবে। যদি কেহ সামর্থ্য অভাবে পুত্রদিগকে উপযুক্ত বিদ্যা শিক্ষা দিতে অসমর্থ হও, তবুও নিরাশ হইও না। ধনভাণ্ডার স্থাপিত হইলে উপযুক্ত অর্থ সাহায্য পাইতে পারিবে।

(১২) মামলা মোকদ্দমা বিবাদ বিসম্বাদের দিকে আদৌ অগ্রসর হইবে না। ঐ সব জাতীয় উন্নতির একান্ত অন্তরায়।

আপনাদের মধ্যে যদি কোনও বিবাদ বিসম্বাদ থাকে তাহা আপোষে মিটাইয়া ফেলিবে।

(৩) ভক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে গো রক্ষা করিবে। গো-বৎস কি গাভী কাহারও নিকটে বিক্রয় করিবে না। গো-গৃহে গোদল যদি অশ্রু বর্ষণ করে, তোমাদিগের সঞ্চিত-পূণ্য-সকল কোথায় ভাসিয়া যাইবে, দেখিতেও পাইবে না।

(১) রাজা অষ্টদিকপালের অংশ, দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালন করিয়া স্বরাজ্যে শান্তি স্থাপন করেন অতএব রাজভক্তি প্রকাশ করা প্রজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এখন আর দস্যুদিগের অত্যাচার নাই, ভারত আক্রমণকারী রাজগণের ভীষণ অত্যাচার একেবারেই নাই ; ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক বিবাদানল একেবারেই নির্ব্বাপিত ; তাই সম্পূর্ণ শান্তির সুবাতাস বহিতেছে। আজি ইংরাজ জাতির সাম্যমন্ত্রে সকলেই শান্ত ও সংযত হইয়া বিদ্বেষবুদ্ধি ভুলিয়া গিয়া পরস্পর পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতেছে। এমন সুখের রাজত্ব যেন চিরদিন থাকে, ভগবানের কাছে ইহাই প্রার্থনা করিও। ভারত ও ইংল্যাণ্ডের এই প্রেম প্রীতিবন্ধন অচ্ছেদ্য না থাকিলে অন্তর্ব্বিবাদে আবার ভারতবর্ষে দহ্যমান হইতে থাকিবে। তোমরা কখনও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান কর নাই, করিবেও না, এ কথা বলাই বাহুল্য। ন্যায়বান গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া তোমাদের সকল অভিযোগ শ্রবণ করিবেন। তাঁহার আশ্রয়ে তোমরা কথনই কোনও অসুবিধা ভোগ করিবে না। আমাদের বিনীত অনুরোধ তোমরা যেন স্বজাতির মঙ্গল-কামনাসূত্রে রাজভক্তি রত্নকে গ্রথিত রাখিতে বিস্মৃত না হও।

(১৫) তোমরা দেববল্লব-পর্য্যায়-ভুক্ত। সুতরাং তোমাদের

জাতির নাম "বল্লব"। এতদিন ভুল করিয়া আসিয়াছ বলিয়া এখনও যেন ভুল করিয়া "বল্লব" স্থানে "পল্লব" লিখিয়া ফেলিও না। সরকারী বেসরকারী সকল কাগজ পত্রে জাতি লিখিবার স্থানে "বল্লব" বলিয়া লিখিবে। ইহাতে অন্য কোনও জাতির কোনও অবৈধ আপত্তি গ্রাহ্য করিবে না। তোমরা নিজের জাতির প্রকৃত নাম লিখিবে, এ বিষয়ে সদাশয় গবর্ণমেণ্ট কোনও আপত্তি করিতে পারিবেন না।

সম্পূর্ণ।

যে গুলি সংশোধন না করিলে অর্থ-প্রতীতির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, কেবল তাহারই—

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	৭	বিগু	বিগ্ধা
৮	৩	যে	যে
৮	১৬	বৈশ্যমাপ্যুরুকর্ম্ম	বৈশ্যমাপ্যুরুকর্ম্ম
৯	১৫	জীবন	জীবন্
৯	১৬	বেশ্যের	বৈশ্যের
১০	১	লোহ	লৌহ
১০	১৪	বত্ত্যর্থ	বৃত্ত্যর্থ
১০	১৮	পূদ্র	শূদ্র
১১	১	শূদ্রষু	শূদ্রেষু
১১	১০	শূদ্রাণামপ্যযীষ্যস্তু	শূদ্রাণামপ্যমীষস্তু
১২	৩	স্কন্ধে	স্কন্ধে
১৩	৪	বিগন্মালতী	বিগলন্মালতী
১৭	৯	প্রায়শ্চিত্ত	প্রায়শ্চিত্তং
১৮	১৬	যত্নস্ত্রিয়	যত্নস্ত্রিয়ঃ
২৪	২৪	পুণ্যময়ী	পুণ্যময়
প্রত্যেক পংক্তিতে		তুমি	আপনি
		তোমরা	আপনারা